ভাষা প্রশিক্ষণ ম্যানুয়্যাল

শিক্ষকদের জন্য

চাকমা ভাষা

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

With the Support of Participation Programme

Zabarang

ভাষা প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল
(শিক্ষকদের জন্য)

চাকমা ভাষা

ভাষা প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল
(শিক্ষকদের জন্য)

চাকমা ভাষা

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

With the support of
Participation Programme

অর্থায়ন
ইউনেস্কো পার্টিসিপেশন প্রোগ্রাম-২০১৬-২০১৭
বাংলাদেশ ইউনেস্কো জাতীয় কমিশন
শিক্ষা মন্ত্রণালয়

বাস্তবায়ন

জাবারাং কল্যাণ সমিতি

বনফুল এডুকেশন ট্রাস্ট

ভাষা প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল
(শিক্ষকদের জন্য)

চাকমা ভাষা

প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর ২০১৭

[জাবারাং কল্যাণ সমিতি কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

মুদ্রণ

এ.কম ট্রেডার্স
১৬০-১৬১, গাউসুল আজম সুপার মার্কেট
নীলক্ষেত, ঢাকা-১২০৫

কারিগরি সহায়তা
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

ISBN 984-70270-0041-7

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

২০১৬ সাল হতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার মাঠ পর্যায়ে দেশের পাঁচটি বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর শিশুদের মাতৃভাষায় শিক্ষা ব্যবস্থার প্রচলন করে। প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণির জন্য শিখন-শেখানোর উপকরণ প্রকাশ ও বিতরণের মধ্য দিয়ে এই উদ্যোগের সূচনা করা হয়। সরকারের এই উদ্যোগের সাথে সামঞ্জস্য রেখে জাবারাং কল্যাণ সমিতি ও বনফুল এডুকেশন ফাউন্ডেশন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ বাংলাদেশ ইউনেস্কো জাতীয় কমিশনের (বিএনসিইউ) অর্থায়নে পার্বত্য চট্টগ্রামের তিনটি সংখ্যাগরিষ্ঠ জাতিগোষ্ঠীর ভাষা চাকমা, মারমা ও ত্রিপুরা (ককবরক) ভাষায় শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য 'ভাষা প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল' প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করে। এই কার্যক্রম সম্পাদনের সর্বাগ্রে যাঁদের নিকট আমরা কৃতজ্ঞ, তাঁরা হলেন মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী এবং বাংলাদেশ ইউনেস্কো জাতীয় কমিশনের চেয়ারম্যান জনাব নুরুল ইসলাম নাহিদ এম.পি., শিক্ষাসচিব এবং বিএনসিইউ'র মহাসচিব জনাব মোঃ সোহরাব হোসাইন, বিএনসিইউ'র সচিব জনাব মনজুর হোসেন ও তাঁর প্রতিষ্ঠানের বিশেষজ্ঞ কর্মকর্তাগণ।

আমরা বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের সম্মানীত চেয়ারম্যান, সদস্যবৃন্দ ও বিশেষজ্ঞ কর্মকর্তাবৃন্দের নিকট। তাঁদের কারিগরী দিকনির্দেশনায় এই ম্যানুয়াল পূর্ণাঙ্গরূপ লাভ করেছে। তাই এনসিটিবির সম্মানীত চেয়ারম্যান প্রফেসর নারায়ন চন্দ্র সাহা, সদস্য (পাঠ্যপুস্তক) প্রফেসর ড. মিয়া ইনামুল হক সিদ্দিকী, সদস্য (অর্থ) ও যুগ্মসচিব জনাব মোঃ শাহজাহান আলী, সদস্য (শিক্ষাক্রম) প্রফেসর মোঃ মশিউজ্জামান, সচিব প্রফেসর ড. মোঃ নিজামুল করিম এবং এই বোর্ডের বিশেষজ্ঞ ও তথ্যজ্ঞ কর্মকর্তাগণের নিকট আমরা আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. মোঃ আবু হেনা মোস্তফা কামাল, এনডিসি এবং অতিরিক্ত মহাপরিচালক জনাব মোঃ রমজান আলীর সার্বিক সহযোগিতার জন্য আমরা তাঁদের নিকট গভীরভাবে ঋণী। ভাষা বিশেষজ্ঞ সুগত চাকমা, সুসময় চাকমা, ক্য শৈ প্রু মারমা খোকা, প্রশান্ত কুমার ত্রিপুরা ও রোয়াজা জগদীশ ত্রিপুরা নিজ নিজ মাতৃভাষার জন্য ম্যানুয়ালগুলোর প্রাথমিক খসড়া প্রণয়ন করে দিয়েছেন। পরবর্তীতে অভিযোজন ও উন্নয়নের কাজে অংশগ্রহণ করেছেন ভাষা বিশেষজ্ঞ প্রসন্ন কুমার চাকমা, ডাঃ অংক্যজাই মারমা, হ্লাসিং থোয়াই মারমা ও শান্তি চাকমা। আমরা তাঁদের সকলের নিকট বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

আমাদের এই ম্যানুয়াল প্রণয়ন, সম্পাদনা ও পরিমার্জনের প্রক্রিয়ায় সবসময় বিশেষজ্ঞ মতামত ও দিকনির্দেশনা দিয়ে আমাদেরকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক ড. সৌরভ সিকদার। প্রণীত এই ম্যানুয়ালসমূহ মাঠ পর্যায়ে ফলপ্রসূভাবে ব্যবহৃত হলেই আমাদের সকলের শ্রম, সময় ও মেধা বিনিয়োগ সার্থক হবে এবং অর্জিত হবে এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য।

মথুরা বিকাশ ত্রিপুরা
নির্বাহী পরিচালক
জাবারাং কল্যাণ সমিতি

ভূমিকা

প্রাথমিক শিক্ষা শিক্ষাজীবনের ভিত্তি হিসেবে বিবেচিত। একটি শিশু মানুষ হিসেবে কতোটা সফলভাবে গড়ে উঠবে তা প্রাথমিক শিক্ষার ওপর অনেকাংশে নির্ভর করে। ফলে মূল শিক্ষাধারায় যাবার পূর্বে শিক্ষা ধাপ হিসেবে এই স্তরটির গুরুত্ব অনস্বীকার্য। প্রাক-প্রাথমিক স্তরে শিশুরা যেহেতু কোমলমতি হয়, তাই প্রাথমিক স্তরে নিয়োজিত শিক্ষকদের অতি যত্নবান হয়ে শিক্ষাদান করতে হয়। এক্ষেত্রে মাতৃভাষাভিত্তিক প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাদানের বিষয়টি আরও স্পর্শকাতর। মাতৃভাষাভিত্তিক প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা বর্তমানে বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। জাতিসংঘ প্রণীত সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রায় সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা, বিশেষ করে মাতৃভাষায় শিক্ষা প্রদানের বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

বাংলাদেশে বাঙালি ছাড়াও অন্য ভাষাভাষী অনেকগুলো নৃ-গোষ্ঠী রয়েছে। তাদের প্রাক-প্রাথমিক স্তরে ভাষা প্রতিবন্ধকতার কারণে ঝরে পড়ার হার অনেক বেশি। এই বিষয়টি জাতীয় পর্যায়ে বিভিন্ন সময় আলোচিত হওয়ার ফলে, জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ এ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার মাতৃভাষাভিত্তিক বহুভাষী শিক্ষাকে একটি নীতি হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে ২০১৬ সালে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড-এর মাধ্যমে মোট ৫টি ভাষায় প্রাক-প্রাথমিক স্তরে পাঠ্যপুস্তক প্রকাশ করে।

এর মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রামের ৩টি ভাষা- চাকমা, মারমা ও ককবরক (ত্রিপুরা) ভাষার প্রাক-প্রাথমিক স্তরের শিক্ষক প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল তৈরি করা হলো। এটি মূলত সংশ্লিষ্ট ভাষার শিক্ষকদের জন্য প্রণীত একটি ম্যানুয়াল। এই ম্যানুয়ালটি সংশ্লিষ্ট ভাষার সাবলীল ভাষী (কথন ও শ্রবণ) শিক্ষকের জন্য প্রযোজ্য অর্থাৎ যারা আগে থেকেই নিজ নিজ ভাষায় কথা বলতে ও বুঝতে পারেন, সেই সব শিক্ষককে প্রাক-প্রাথমিক স্তরে মাতৃভাষায় শিক্ষাদানে উপযুক্ত করে তুলবে এই প্রশিক্ষণ ম্যানুয়ালটি। এর মাধ্যমে একজন শিক্ষক মাতৃভাষায় নিজস্ব লিপিতে পড়তে ও লিখতে সক্ষম হবেন। প্রশিক্ষণ ম্যানুয়ালটি মোট ১৫ দিনে ৬০টি অধিবেশনে সাজানো হয়েছে, যাতে একজন শিক্ষক স্বরবর্ণ, ব্যঞ্জনবর্ণ, কার, ফলা, ধ্বনি চিহ্ন ও যতি চিহ্নসমূহ সঠিকভাবে উচ্চারণ, লিখন ও অনুশীলনের মাধ্যমে শিখতে পারেন। এই সঙ্গে মূল পাঠ্যবই এবং পাঠ্য সহায়ক বিষয়গুলোকে এখানে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এমনকি প্রশিক্ষণ শেষে অর্জিত দক্ষতার মূল্যায়নেরও সুযোগ রয়েছে।

এই প্রশিক্ষণ ম্যানুয়ালটি সংশ্লিষ্ট ভাষার শিক্ষকের প্রাক-প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে একটি সহায়ক ও গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে এবং ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর কোমলমতি শিশুদের শিক্ষা গ্রহণ প্রক্রিয়াকে সহজ করবে।

ভদন্ত প্রজ্ঞানন্দ মহাথেরো
সভাপতি
বনফুল এডুকেশন ফাউন্ডেশন

প্রশিক্ষকের জন্য নির্দেশনা

নির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য প্রশিক্ষণ একটি অন্যতম প্রধান উপায়। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে একজন প্রশিক্ষণার্থী সাম্প্রতিক জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলেন। লব্ধ জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গির কার্যকর প্রয়োগের মাধ্যমে উদ্দীষ্ট লক্ষ্য অর্জিত হয়। প্রশিক্ষণ প্রদানের অন্যতম প্রধান মাধ্যম হচ্ছে ম্যানুয়াল। প্রশিক্ষক ম্যানুয়ালের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে পূর্বাপর ধারণা লাভ করতে না পারলে প্রশিক্ষণার্থীদের নিকট মূল বিষয়গুলি সুস্পষ্ট করা সহজতর হবে না। সুতরাং কার্যকর প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য ম্যানুয়ালের প্রতিটি অধিবেশনের উদ্দেশ্য এবং তার লক্ষ্য অর্জনের জন্য উপস্থাপনের প্রতিটি ধাপ, পদ্ধতি ও কৌশল সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকা আবশ্যক। প্রশিক্ষণের সাফল্য নির্ভর করে প্রশিক্ষণার্থীদের প্রায়োগিক দক্ষতা অর্জনের ওপর। এদিকে লক্ষ্য রেখেই প্রশিক্ষককে কার্যকর ব্যবস্থা অবলম্বনের উপায় নির্ধারণ করতে হবে।

প্রসংগত উল্লেখ্য যে, ভাষার চারটি যোগ্যতা অর্জনের ধারাবাহিকতা বজায় রেখে প্রাক-প্রাথমিক ও প্রথম শ্রেণির চাকমা, মারমা, ককবরক, সাদরি ও গারো ভাষার পাঠ্যবই রচিত হয়েছে। সুতরাং এই স্তরে শিশুর ভাষা গঠনের ভিত্তি সঠিকভাবে না হলে অন্যান্য বিষয়সমূহের আবশ্যিক দক্ষতা অর্জন করা দুরূহ। সংশ্লিষ্ট ভাষার শিক্ষকগণ যাতে নিজ নিজ মাতৃভাষায় দক্ষতা অর্জন ও তার ব্যবহারিক যোগ্যতা অর্জন করতে পারেন, তার প্রতি লক্ষ্য রেখে ম্যানুয়ালটি রচিত হয়েছে। ম্যানুয়ালে কার্যাবলির বিস্তারিত কার্যক্রম পাঠ্যপুস্তক ভিত্তিক ও প্রায়োগিক দক্ষতার ওপর সমধিক গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। প্রশিক্ষণকালে প্রশিক্ষক ম্যানুয়ালের উদ্দীষ্ট লক্ষ্যের প্রতি বিশেষভাবে খেয়াল রেখে কার্যক্রম পরিচালনা করবেন।

ম্যানুয়ালের বৈশিষ্ট্য

- প্রশিক্ষণের কার্যক্রম ১৫ দিনের জন্য নির্ধারিত।
- প্রতিটি বিষয় ও অধিবেশনের উদ্দেশ্য ও অর্জিতব্য শিখনফল, প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষণার্থীদের সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম নির্দিষ্ট করা হয়েছে।
- প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীর ভাষা শিক্ষা ও প্রায়োগিক দক্ষতা অর্জনের ওপর গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে।
- মূল বই বা বিষয়বস্তুর সংগে পদ্ধতির সমন্বয় সাধনের কৌশল ও তার প্রয়োগের বিষয়সমূহ উপস্থাপন করা হয়েছে।
- প্রশিক্ষণ প্রদানে উপকরণের তালিকা, ব্যবহার ও কৌশল প্রতিটি অধিবেশনে উল্লেখ করা হয়েছে।
- প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষণার্থীদের পরস্পর অংশগ্রহণের মাধ্যমে প্রশিক্ষণের ওপর গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে।

প্রশিক্ষকের করণীয়

প্রশিক্ষণ পূর্ব

- প্রশিক্ষণ শুরুর আগে সূচি অনুযায়ী প্রস্তুতি গ্রহণ করা।
- অধিবেশন পরিচালনায় সহায়কের করণীয় অংশের নির্দেশনা অনুক্রম/ধাপ জেনে নেওয়া।
- প্রশিক্ষণ কক্ষ পরিচ্ছন্ন ও প্রশিক্ষণ উপযোগী করা।
- অধিবেশন শুরুর আগে অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যানুযায়ী আসন বিন্যাস করা।
- প্রশিক্ষণের জন্য ব্যবহার্য উপকরণের তালিকা তৈরি করা।
- তালিকা অনুযায়ী প্রশিক্ষণের উপকরণ/তথ্যাদি তৈরি ও সংগ্রহ করা।
- ফ্লিপচার্ট, বোর্ড, প্রজেক্টরসহ অন্যান্য উপকরণ যথাস্থানে স্থাপন করা।
- সকল অংশগ্রহণকারীর উপস্থিতি নিশ্চিত করা।

প্রশিক্ষণ চলাকালীন

- ধাপ অনুযায়ী অধিবেশন পরিচালনা করা।
- শ্রবণযোগ্য স্বরে প্রমিত উচ্চারণে কথা বলা।
- অংশগ্রহণকারীদের সাথে দৃষ্টি সংযোগ রেখে কথা বলা।
- প্রশিক্ষণের সার্বিক উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করা।
- প্রশিক্ষণের নিয়মাবলি অনুসরণের ব্যবস্থা করা।
- সময়কে যথাযথভবে কাজে লাগানো।
- প্রত্যেক অধিবেশনের শিখনফল ও কার্যাবলির বিস্তারিত বিবরণ জানা
- অধিবেশনের মূল বিষয়ের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা।
- অংশগ্রহণকারীদের জ্ঞানকে/ধারণাকে যথাযথভাবে ব্যবহার করা।
- অংশগ্রহণকারীদের বলতে উৎসাহিত করা।
- অংশগ্রহণকারীদের প্রতি সমান গুরুত্ব প্রদান করা।
- দল বিভাজনের জন্য ফলপ্রসূ কৌশল ব্যবহার করা।
- দল গঠনের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ ও অঞ্চলভিত্তিক সমতার প্রতি গুরুত্ব দেওয়া।
- দলগত কাজের সময় পরিবীক্ষণ করা এবং নিজেকে প্রতিটি দলের একজন সদস্য হিসেবে মনে করা।
- হাসি-খুশি থাকা ও বলার সময় ইতিবাচক শারীরিক ভাষা প্রয়োগ করা।
- অংশগ্রহণকারীদের কাজগুলোকে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা।
- দলীয় কাজ প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা।
- প্রত্যেক অধিবেশনের শিখনফল ও কার্যাবলির বিস্তারিত বিবরণ জানা।
- সেশনের শিখনসমূহের সারসংক্ষেপ তৈরি করা।

দিনের কর্মসূচি শেষে

- উপকরণসমূহ গুছিয়ে পরবর্তী দিনের জন্য প্রস্তুত রাখা।
- পরিচালিত অধিবেশন সম্পর্কে স্ব-অনুচিন্তন (Self-reflection) করা।

প্রশিক্ষণ কোর্স শেষে

- প্রশিক্ষণের সার সংক্ষেপ তৈরি করে কর্তৃপক্ষের কাছে প্রতিবেদন প্রদান করা।

ভাষা প্রশিক্ষণে ব্যবহার্য উপকরণ তালিকা

ছাপাকৃত উপকরণ

- উপস্থিতিপত্র
- দিনের কর্মসূচি
- তথ্যপত্র
- মূল্যায়নপত্র
- নিয়মাবলির চেকলিস্ট
- প্রাক-প্রাথমিক ও প্রথম শ্রেণির জন্য মাতৃভাষায় রচিত পাঠ্যবই
- চাকমা ভাষায় গল্পের বই
- বর্ণ কার্ড
- ফ্লিপ চার্ট
- শিক্ষক সহায়িকা
- এসো লিখি খাতা
- বর্ণমালার চার্ট
- শব্দ চার্ট
- ছবি চার্ট

সাধারণ উপকরণসমূহ

- ল্যাপটপ ও প্রজেক্টর
- পোস্টার কাগজ
- মার্কার পেন
- কলম
- প্যাড/খাতা
- ভিপ কার্ড
- পুশ পিন, ডাস্টার, নির্দেশক কাঠি ইত্যাদি
- মাস্কিন টেপ

চাকমা ভাষার কথা

বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে চাকমা বৃহত্তম জাতি। বাংলাদেশের তিন পার্বত্য জেলাসহ চট্টগ্রাম ও কক্সবাজারে চাকমা নৃ-গোষ্ঠী বসবাস করে। বাংলাদেশের বাইরেও ভারতের আসাম, মিজোরাম, ত্রিপুরা ও অরুনাচল প্রদেশে চাকমা নৃ-গোষ্ঠী বসবাস করে। এছাড়া মিয়ানমারেও চাকমা নৃগোষ্ঠী বসবাস করে।

২০১১ সালের আদমশুমারী অনুসারে বাংলাদেশে চাকমা জনসংখ্যা প্রায় ৪,৪৪,২২৮ জন। জাতি হিসেবে চাকমা নৃ-গোষ্ঠী মঙ্গোলীয় গোত্রভুক্ত। চাকমাদের সমৃদ্ধ সংস্কৃতির সাথে নিজস্ব ভাষা রয়েছে। চাকমাদের ভাষা 'চাকমা ভাষা' নামেই পরিচিত। এই ভাষাটি ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা পরিবারের অন্তর্ভুক্ত একটি ভাষা। চাকমা ভাষার নিজস্ব লিপি রয়েছে। চাকমা বর্ণমালায় মোট বর্ণ সংখ্যা ৪২টি। এর মধ্যে স্বরবর্ণ বা আবযুগিপাঠে বর্ণ সংখ্যা ৮টি এবং ব্যঞ্জন বর্ণ বা ওঝাপাঠে বর্ণ সংখ্যা ৩৪টি।

এছাড়াও পরসাল্লো নামে ৩টি উপ-বর্ণ রয়েছে। চাকমা বর্ণের কার চিহ্ন বা মাজারা ও ফলা বা লেবাঙ চিহ্ন রয়েছে। চাকমা বর্ণমালার লেখার গতিপথ বাম থেকে ডানে। জানা যায় ১৮৬০ সালে এলাহাবাদে চাকমা ভাষা ও লিপিতে একটি বাইবেল মুদ্রিত হয়। ১৯৫৯ সালে নোয়ারাম চাকমা 'চাকমার প্রথম শিক্ষা' নামে একটি শিশু পাঠ্য বই রচনা করেন।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের মাধ্যমে চাকমা ভাষায় চাকমা লিপিতে প্রাক-প্রাথমিক ও প্রথম শ্রেণির পাঠ্যবই প্রণয়ন করেছে এবং ২০১৯ শিক্ষাবর্ষের জন্য দ্বিতীয় শ্রেণির পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে। চাকমা শিশুরা বিদ্যালয়ে অন্যান্য বইয়ের সাথে চাকমা ভাষায় পাঠ্যবই পড়বে, যা চাকমা ভাষা উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে।

চাকমা ভাষা প্রশিক্ষণ বিষয়সূচি

- চাকমা ওঝাপাঠ (ব্যঞ্জনবর্ণ) পরিচিতি
- বর্ণমালা লেখার পদ্ধতি
- চাকমা আবযুগিপাঠ (স্বরবর্ণ) পরিচিতিং
- পরসাল্লো (উপবর্ণ) বর্ণ পরিচিতি
- পরসাল্লো বর্ণ দিয়ে ধ্বনি সৃষ্টির কৌশল
- পরসাল্লো বর্ণ দিয়ে ধ্বনি সৃষ্টির কৌশল শিখন ও লিখন
- মাজারা (স্বরচিহ্ন)
- লেবাঙ (ফলা)
- মাজারা (স্বরচিহ্ন) ও লেবাঙ (ফলা) শিখন ও লিখন
- নাদা বা সংখ্যা শেখা
- যতি চিহ্ন
- অনুচ্ছেদ
- শ্রুতিলিপি
- স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি
- গল্পবলা ও শিশু বান্ধব খেলা

প্রশিক্ষণ সূচি

প্রথম দিন

অধিবেশন	সময়	বিষয়
১	০৯:০০-১০:৩০	নিবন্ধন, পরিচিতি, প্রশিক্ষণের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, নিয়মাবলি, প্রত্যাশা যাচাই, সূচি আলোচনা ও দলভাগ
	১০:৩০-১১:০০	চা বিরতি
২	১১:০০-০১:০০	চাকমা ভাষা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা
		অঝাপাঠ সংক্ষিপ্ত আলোচনা
		বর্ণমালা 𑄇 (কা) 𑄋 (ঙা) পরিচিতি
		বর্ণমালা 𑄇 (কা) 𑄋 (ঙা) শিখন
		বর্ণমালা 𑄇 (কা) 𑄋 (ঙা) লিখন
	০১:০০-০২:০০	খাবার বিরতি
৩	০২:০০-০৩:৩০	অঝাপাঠ সংক্ষিপ্ত আলোচনা
		বর্ণমালা 𑄌 (চা) হতে 𑄐 (ঞা) পর্যন্ত পরিচিতি
		বর্ণমালা 𑄌 (কা) 𑄐 (ঙা) শিখন
		বর্ণমালা 𑄌 (কা) 𑄐 (ঙা) লিখন
	০৩:৩০-০৪:০০	চা বিরতি
৪	০৪:০০-০৫:০০	বর্ণমালা 𑄌 (কা) 𑄐 (ঙা) শিখন
		বর্ণমালা 𑄌 (কা) 𑄐 (ঙা) লিখন

দ্বিতীয় দিন

অধিবেশন	সময়	বিষয়
১	০৯:০০-১০:৩০	পূর্ব পাঠের আলোচনা
		চাকমা বর্ণমালা পরিচিতি 𑄑 (টা) হতে 𑄕 (ণা) পর্যন্ত শিখন ও লিখন
	১০:৩০-১১:০০	চা বিরতি
২	১১:০০-০১:০০	অঝাপাঠ সংক্ষিপ্ত আলোচনা
		বর্ণমালা 𑄑 (টা) হতে 𑄕 (ণা) পরিচিতি
		বর্ণমালা 𑄑 (টা) হতে 𑄕 (ণা) শিখন
		বর্ণমালা 𑄑 (টা) হতে 𑄕 (ণা) লিখন
	০১:০০-০২:০০	খাবার বিরতি
৩	০২:০০-০৩:৩০	চাকমা বর্ণমালা 𑄖 (তা) হতে 𑄚 (না) পরিচিতি
		চাকমা বর্ণমালা 𑄖 (তা) হতে 𑄚 (না) শিখন ও লিখন
	০৩:৩০-০৪:০০	চা বিরতি
৪	০৪:০০-০৫:০০	𑄖 (তা) হতে 𑄚 (না) শিখন
		𑄖 (তা) হতে 𑄚 (না) লিখন

তৃতীয় দিন

অধিবেশন	সময়	বিষয়
১	০৯:০০-১০:৩০	পূর্ব পাঠের আলোচনা
		চাকমা বর্ণমালা পরিচিতি 𑄛 (পা) হতে 𑄟 (মা) পর্যন্ত লিখন ও শিখন
	১০:৩০-১১:০০	চা বিরতি
২	১১:০০-০১:০০	অঝাপাঠ সংক্ষিপ্ত আলোচনা
		বর্ণমালা 𑄛 (পা) 𑄟 (মা) পরিচিতি
		বর্ণমালা 𑄛 (পা) 𑄟 (মা) শিখন
		বর্ণমালা 𑄛 (পা) 𑄟 (মা) লিখন
	০১:০০-০২:০০	খাবার বিরতি
৩	০২:০০-০৩:৩০	বর্ণমালা 𑄠 (যা) 𑄦 (হ্লা) শিখন
		বর্ণমালা 𑄠 (যা) 𑄦 (হ্লা) লিখন
	০৩:৩০-০৪:০০	চা বিরতি
৪	০৪:০০-০৫:০০	চাকমা বর্ণমালা পরিচিতি 𑄠 হতে 𑄦
		চাকমা বর্ণমালা লিখন 𑄠 হতে 𑄦
		চাকমা বর্ণমালা শিখন 𑄠 হতে 𑄦

চতুর্থ দিন

অধিবেশন	সময়	বিষয়
১	০৯:০০-১০:৩০	পূর্ব পাঠের আলোচনা
		আবযুগিপাঠ [স্বরবর্ণ] পরিচিতি
	১০:৩০-১১:০০	চা বিরতি
২	১১:০০-০১:০০	আবযুগিপাঠ সংক্ষিপ্ত আলোচনা
		বর্ণমালা 𑄃 (অ) 𑄃𑄨 (ই) 𑄃𑄩 (ঈ) পরিচিতি
		বর্ণমালা 𑄃 (অ) 𑄃𑄨 (ই) 𑄃𑄩 (ঈ) শিখন
		বর্ণমালা 𑄃 (অ) 𑄃𑄨 (ই) 𑄃𑄩 (ঈ) লিখন
	০১:০০-০২:০০	খাবার বিরতি
৩	০২:০০-০৩:৩০	বর্ণমালা 𑄃𑄪 (উ) 𑄃𑄫 (ঊ) 𑄃𑄬 (এ) শিখন
		বর্ণমালা 𑄃𑄪 (উ) 𑄃𑄫 (ঊ) 𑄃𑄬 (এ) লিখন
	০৩:৩০-০৪:০০	চা বিরতি
৪	০৪:০০-০৫:০০	বর্ণমালা 𑄃𑄰 (ঐ) 𑄃𑄮 (ও) শিখন
		বর্ণমালা 𑄃𑄰 (ঐ) 𑄃𑄮 (ও) লিখন

পঞ্চম দিন

অধিবেশন	সময়	বিষয়
১	০৯:০০-১০:৩০	পূর্ব পাঠের আলোচনা
		পরসাল্লো বর্ণ [উপবর্ণ] পরিচিতি
		পরসাল্লো বর্ণ [উপবর্ণ] · ·· ঁ
	১০:৩০-১১:০০	চা বিরতি
২	১১:০০-০১:০০	পরসাল্লো বর্ণ [উপবর্ণ] · ·· ঁ শিখন
		পরসাল্লো বর্ণ [উপবর্ণ] · ·· ঁ লিখন
		পরসাল্লো বর্ণ [উপবর্ণ] · ·· ঁ ব্যবহার
	০১:০০-০২:০০	খাবার বিরতি
৩	০২:০০-০৩:৩০	পরসাল্লো বর্ণ দিয়ে ধ্বনি সৃষ্টি
	০৩:৩০-০৪:০০	চা বিরতি
৪	০৪:০০-০৫:০০	পরসাল্লো বর্ণ দিয়ে ধ্বনি সৃষ্টি শিখন
		পরসাল্লো বর্ণ দিয়ে ধ্বনি সৃষ্টির লিখন
		পরসাল্লো বর্ণ দিয়ে ধ্বনি সৃষ্টি করে শব্দ গঠন

ষষ্ঠ দিন

অধিবেশন	সময়	বিষয়
১	০৯:০০-১০:৩০	পূর্ব পাঠের আলোচনা
		মাজারা [স্বরচিহ্ন] শিখন
	১০:৩০-১১:০০	চা বিরতি
২	১১:০০-০১:০০	মাজারা [স্বরচিহ্ন] শিখন
		মাজারা [স্বরচিহ্ন] লিখন
	০১:০০-০২:০০	খাবার বিরতি
৩	০২:০০-০৩:৩০	মাজারা [স্বরচিহ্ন] শিখন [পুনরাবৃত্তি]
		মাজারা [স্বরচিহ্ন] লিখন [পুনরাবৃত্তি]
	০৩:৩০-০৪:০০	চা বিরতি
৪	০৪:০০-০৫:০০	মাজারা [স্বরচিহ্ন] শিখন
		মাজারা [স্বরচিহ্ন] লিখন

সপ্তম দিন

অধিবেশন	সময়	বিষয়
১	০৯:০০-১০:৩০	পূর্ব পাঠের আলোচনা
		লেবাঙ [ফলা] চিনতে পারা
	১০:৩০-১১:০০	চা বিরতি
২	১১:০০-০১:০০	লেবাঙ [ফলা] শিখন
		লেবাঙ [ফলা] লিখন
		লেবাঙ [ফলা] দিয়ে শব্দ গঠন
	০১:০০-০২:০০	খাবার বিরতি
৩	০২:০০-০৩:৩০	লেবাঙ [ফলা] গুরুত্ব বিশ্লেষণ
	০৩:৩০-০৪:০০	চা বিরতি
৪	০৪:০০-০৫:০০	লেবাঙ [ফলা] ব্যবহার শিখন
		লেবাঙ [ফলা] ব্যবহার লিখন
		লেবাঙ [ফলা] ব্যবহার পুনরাবৃত্তি

অষ্টম দিন

অধিবেশন	সময়	বিষয়
১	০৯:০০-১০:৩০	পূর্ব পাঠের আলোচনা
		বর্ণের অন্তধ্বনি বিলুপ্তির ক্ষেত্রে মাজ্যা চিহ্নের ব্যবহার
	১০:৩০-১১:০০	চা বিরতি
২	১১:০০-০১:০০	যুক্তাক্ষর ভেঙ্গে লেখার ক্ষেত্রে মাজ্যা চিহ্নের ব্যবহার
	০১:০০-০২:০০	খাবার বিরতি
৩	০২:০০-০৩:৩০	ইংরেজি শব্দ চাকমা বর্ণে লেখার ক্ষেত্রে মাজ্যা [-] চিহ্নের ব্যবহার
	০৩:৩০-০৪:০০	চা বিরতি
৪	০৪:০০-০৫:০০	মাজ্যা চিহ্ন ব্যবহৃত ধ্বনির উচ্চারণ
		মাজ্যা চিহ্ন ব্যবহৃত ধ্বনির উচ্চারণ [পুনরাবৃত্তি]

নবম দিন

অধিবেশন	সময়	বিষয়
১	০৯:০০--১০:৩০	পূর্ব পাঠের আলোচনা
		নাদা বা{সংখ্যা} গণনা পরিচিতি
	১০:৩০-১১:০০	চা বিরতি
২	১১:০০-০১:০০	নাদা {সংখ্যা} গণনা (০ হতে ৯)
	০১:০০-০২:০০	খাবার বিরতি
৩	০২:০০-০৩:৩০	নাদা {সংখ্যা} গণনা (১০ হতে ২০)
	০৩:৩০-০৪:০০	চা বিরতি
৪	০৪:০০-০৫:০০	১০ থেকে ২০ পর্যন্ত সংখ্যা লেখা
		১০ থেকে ২০ পর্যন্ত সংখ্যা গণনা শেখা
		১০ থেকে ২০ পর্যন্ত সংখ্যা লেখা

দশম দিন

অধিবেশন	সময়	বিষয়
১	০৯:০০-১০:৩০	পূর্ব পাঠের আলোচনা
		২১ হইতে ৪০ পর্যন্ত সংখ্যা ধারণা
	১০:৩০-১১:০০	চা বিরতি
২	১১:০০-০১:০০	২১-৪০ পর্যন্ত সংখ্যা গণনা
		২১-৪০ পর্যন্ত সংখ্যা লেখা
	০১:০০-০২:০০	খাবার বিরতি
৩	০২:০০-০৩:৩০	৪১-৬০ পর্যন্ত সংখ্যা গণনা
	০৩:৩০-০৪:০০	চা বিরতি
৪	০৪:০০-০৫:০০	৪১-৬০ পর্যন্ত সংখ্যা লেখা
		৪১-৬০ পর্যন্ত সংখ্যা গণনা
		৪১-৬০ পর্যন্ত সংখ্যা লেখা

একাদশ দিন

অধিবেশন	সময়	বিষয়
১	০৯:০০--১০:৩০	পূর্ব পাঠের আলোচনা
		৬১ হইতে ৮০ পর্যন্ত সংখ্যা গণনা
	১০:৩০-১১:০০	চা বিরতি
২	১১:০০-০১:০০	৬১-৮০ পর্যন্ত সংখ্যা লেখা
	১২:০০-০১:০০	খাবার বিরতি
৩	০২:০০-০৩:৩০	৮১-১০০ পর্যন্ত সংখ্যা ধারণা
	০৩:৩০-০৪:০০	চা বিরতি
৪	০৪:০০-০৫:০০	৮১-১০০ পর্যন্ত সংখ্যা শিখন
		৮১-১০০ পর্যন্ত সংখ্যা লিখন

দ্বাদশ দিন

অধিবেশন	সময়	বিষয়
১	০৯:০০-১০:৩০	পূর্ব পাঠের আলোচনা
		যতি চিহ্নের ব্যবহার পদ্ধতি
	১০:৩০-১১:০০	চা বিরতি
২	১১:০০-০১:০০	যতি চিহ্নের আলোচনা
		যতি চিহ্নের ব্যবহার
	০১:০০-০২:০০	খাবার বিরতি
৩	০২:০০-০৩:৩০	অনুচ্ছেদ শিখন
		অনুচ্ছেদ লিখন
	০৩:৩০-০৪:০০	চা বিরতি
৪	০৪:০০-০৫:০০	শ্রুতি লিপি শিখন
		শ্রুতি লিপি লিখন
		শ্রুতি লিপি লিখন পুনরাবৃত্তি

ত্রয়োদশ দিন

অধিবেশন	সময়	বিষয়
১	০৯:০০-১০:৩০	পূর্ব পাঠের আলোচনা
		এনসিটিবি কর্তৃক চাকমা ভাষায় প্রণীত প্রাক-প্রাথমিকের পাঠ্যপুস্তকের ৭৫ পৃষ্ঠায় চাকমা ৮টি স্বরবর্ণ অবলম্বনে রচিত চাকমা স্বরবর্ণের কবিতা পঠন, পাঠন ও আবৃত্তি করণ।
	১০:৩০-১১:০০	চা বিরতি
২	১১:০০-০১:০০	এনসিটিবি কর্তৃক চাকমা ভাষায় প্রণীত প্রাক-প্রাথমিকের পাঠ্যপুস্তকের ৫৬, ৫৭, ৫৮ পৃষ্ঠায় চাকমা ব্যঞ্জনবর্ণ অবলম্বনে রচিত চাকমা ব্যঞ্জনবর্ণের কবিতা পঠন, পাঠন ও আবৃত্তি করণ।
	০১:০০-০২:০০	খাবার বিরতি
৩	০২:০০-০৩:৩০	চাকমা নাদা (গণিত সংখ্যামালা) ১ থেকে ১০০ পর্যন্ত শিখন। এনসিটিবি কর্তৃক চাকমা ভাষায় প্রণীত প্রাক-প্রাথমিকের ১০৪ থেকে ১৩৬ পৃষ্ঠা এবং ১ম শ্রেণির প্রাথমিক গণিত বইয়ের ১০, ৫৫ ও ৭৫ পৃষ্ঠার আলোকে সংখ্যা পরিচিতি।
	০৩:৩০-০৪:০০	চা বিরতি
৪	০৪:০০-০৫:০০	চাকমা ভাষায় রচিত কমপক্ষে ২টি কবিতা পাঠ ও আবৃত্তিকরণ (প্রাক-প্রাথমিক ও প্রথম শ্রেণির পাঠ্যবই এবং শিক্ষক সহায়িকায় সংকলিত ছড়া ও কবিতাসমূহ)।
		প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থী কবিতা পাঠ ও আবৃত্তি করার পাশাপাশি বোর্ডে লিখে অনুশীলন করবেন।

চতুর্দশ দিন

অধিবেশন	সময়	বিষয়
১	০৯:০০-১০:৩০	পূর্ব পাঠের আলোচনা
		স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি।
	১০:৩০-১১:০০	চা বিরতি
২	১১:০০-০১:০০	চাকমা ভাষায় গল্প পাঠ।
	০১:০০-০২:০০	খাবার বিরতি
৩	০২:০০-০৩:৩০	শিশুবান্ধব খেলা (স্মৃতির খেলা)।
	০৩:৩০-০৪:০০	চা বিরতি
৪	০৪:০০-০৫:০০	শিশুবান্ধব খেলা (রুমাল খোঁজা)।

পঞ্চদশ দিন

অধিবেশন	সময়	বিষয়
১	০৯:০০-১০:৩০	পূর্ব পাঠের আলোচনা
		ছবি থেকে গল্প
	১০:৩০-১১:০০	চা বিরতি .
২	১১:০০-০১:০০	অভিজ্ঞতার গল্প
	০১:০০-০২:০০	খাবার বিরতি
৩	০২:০০-০৩:৩০	পশুপাখির ডাক ও প্রাকৃতিক শব্দ
	০৩:৩০-০৪:০০	চা বিরতি
৪	০৪:০০-০৫:০০	ধারাবাহিক গল্প বলা
		ইচ্ছেমত আঁকা

প্রথম দিন

প্রথম অধিবেশন

সময়: ৯:০০-১০:৩০ মি:

পাঠ:

- প্রশিক্ষণার্থী পরিচিতি
- প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বর্ণনা
- প্রয়োজনীয় দলভাগ
- চাকমা ভাষার পরিচিতি

শিখন ফল:

১। প্রশিক্ষণের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানতে পারবেন।

২। প্রশিক্ষণার্থী চাকমা ভাষা সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা লাভ করতে পারবেন।

৩। প্রাক-প্রাথমিক স্তরে চাকমা ভাষায় শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জানতে পারবেন।

উপকরণ:

হোয়াইট বোর্ড, মার্কার, ডাস্টার, মাল্টিমিডিয়া ও পোস্টার পেপার।

শিখন কৌশল:

১। প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্পর্কে প্রশিক্ষণার্থীদের জানাবেন।

২। প্রশিক্ষক চাকমা ভাষা তথা মাতৃভাষায় প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে জানাবেন এবং প্রশিক্ষণার্থীদের মতামত গ্রহণ করবেন।

প্রথম দিন
দ্বিতীয় অধিবেশন
সময়: ১১:০০-১:০০ টা

পাঠ: চাকমা বর্ণমালা 𑄇 (কা) হতে 𑄋 (ঙা) পর্যন্ত পরিচিতি, শিখন ও লিখন

মুলভাব : যে কোন ভাষার শিখন শেখানোর অন্যতম মাধ্যম হচ্ছে শব্দ। শব্দকে লিপিবদ্ধ করার জন্য প্রয়োজন বর্ণ। চাকমা ভাষার ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম নয়। প্রাচীনকাল থেকে চাকমা জাতিসত্বার নিজস্ব বর্ণমালা রয়েছে। ভাষা শিখন শেখানোর ক্ষেত্রে বর্ণমালাগুলো শেখার প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য।

শিখনফল:

১। 𑄇 (কা) হতে 𑄋 (ঙা) পর্যন্ত চাকমা বর্ণসমূহ সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা পাবেন।
২। বর্ণগুলোর নাম জানতে পারবেন।
৩। প্রশিক্ষণার্থী বর্ণের গতি প্রবাহের কৌশল অনুসরণ করে বর্ণগুলো লিখতে পারবেন।

উপকরণ:

ফ্লাশ কার্ড, পোস্টার, হোয়াইট বোর্ড, মার্কার, ডাস্টার।

শিখন কৌশল:

১। প্রশিক্ষক অঝাপাঠের চাকমা বর্ণ 𑄇 (কা) হতে 𑄋 (ঙা) পর্যন্ত সঠিক প্রবাহে বোর্ডে লিখে দিবেন।
২। প্রশিক্ষক বোর্ডে লেখা বর্ণগুলোর সংশ্লিষ্ট ধ্বনি মুখে মুখে বলে দিবেন এবং প্রশিক্ষণার্থীরা অনুসরণ করবেন।
৩। প্রশিক্ষক বোর্ডে লেখা বর্ণগুলোর নাম বলে দিবেন।
৪। প্রশিক্ষণার্থীর সঠিকভাবে বর্ণগুলোর উচ্চারণ প্রশিক্ষক শুনবেন এবং প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন দিবেন।
৫। দলীয় কাজ
৬। প্রশিক্ষণার্থী বর্ণগুলো পোস্টার পেপারে লিখে উপস্থাপন করবেন।
৭। প্রশিক্ষক চাকমা বর্ণমালার ছবি দেখাবেন।

প্রথম দিন
তৃতীয় অধিবেশন
সময়: ২:০০-৩:৩০ মি:

পাঠ: চাকমা বর্ণমালা ২১ (চা) হতে ৪৮ (এ্যা) পর্যন্ত পরিচিতি

শিখনফল:

১। চাকমা বর্ণের ২১ (চা) হতে ৪৮ (এ্যা) পর্যন্ত বর্ণগুলোর প্রাথমিক ধারণা পাবেন।
২। বর্ণগুলোর নাম জানতে পারবেন।
৩। প্রশিক্ষণার্থী বর্ণের গতি প্রবাহের কৌশল অনুসরণ করে বর্ণগুলো লিখতে পারবেন।
৪। দলীয় কাজ

উপকরণ:

ফ্লাশ কার্ড, পোস্টার পেপার, হোয়াইট বোর্ড, মার্কার, ডাস্টার।

শিখন কৌশল:

১। প্রশিক্ষক অঝাপঠের চাকমা বর্ণমালা ২১ হতে ৪৮ পর্যন্ত বোর্ডে লিখে দিবেন।
২। প্রশিক্ষক বোর্ডে লেখা বর্ণগুলোর সংশ্লিষ্ট ধ্বনি মুখে মুখে বলে দিবেন এবং প্রশিক্ষণার্থীরা অনুসরণ করে বলবেন।
৩। প্রশিক্ষক বোর্ডে লেখা বর্ণগুলোর নাম বলে দিবেন।
৪। প্রশিক্ষক বর্ণগুলো ধ্বনি উচ্চারণ করে শুনাবেন।
৫। প্রশিক্ষণার্থীরা প্রশিক্ষকের সাথে সাথে বর্ণের ধ্বনি উচ্চারণ করবেন।
৬। প্রশিক্ষণার্থীরা পোস্টার পেপারে বর্ণগুলো লিখে উপস্থাপন করবেন।
৭। প্রশিক্ষকের উচ্চারিত ধ্বনি প্রশিক্ষণার্থীরা বর্ণচার্ট থেকে খুঁজে বের করবেন।

প্রথম দিন

চতুর্থ অধিবেশন

সময়: ৪:০০-৫:০০টা

পাঠঃ 𑄌 (চা) হতে 𑄐 (এঞা) পর্যন্ত পরিচিতি ·

শিখনফল:

১। বর্ণগুলোর ধ্বনি সঠিকভাবে শুনে বলতে পারবেন।
২। বর্ণগুলো সঠিক প্রবাহে লিখতে পারবেন এবং পড়তে পারবেন।
৩। ধ্বনির সংশ্লিষ্ট বর্ণ শনাক্ত করতে পারবেন।

উপকরণ:

ফ্লাশ কার্ড, পোস্টার পেপার, হোয়াইট বোর্ড, মার্কার, ডাস্টার।

শিখন কৌশল:

১। প্রশিক্ষক সঠিক প্রবাহে 𑄌 (চা) হতে 𑄐 (এঞা) পর্যন্ত বর্ণগুলো সঠিক প্রবাহে বোর্ডে লিখে দেখাবেন।
২। প্রশিক্ষণার্থীরা প্রশিক্ষকের লেখা অনুকরণ করে বর্ণগুলো বার বার খাতায় লিখবেন।
৩। প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণার্থীদের লেখা ঘুরে ঘুরে দেখবেন।
৪। প্রয়োজনে প্রশিক্ষক সহযোগিতা করবেন।
৫। প্রশিক্ষণার্থী যেন সঠিকভাবে বর্ণগুলো উচ্চারণ করতে পারেন, প্রশিক্ষক তা নিশ্চিত করবেন।

দ্বিতীয় দিন

প্রথম অধিবেশন

সময়: ৯:০০-১০:৩০ মি:

পাঠ: পূর্বপাঠের পুনরালোচনা ও চাকমা বর্ণমালা 𑄑 (টা) হতে 𑄕 (ণা) পর্যন্ত পরিচিতি

শিখন ফল:

১। প্রশিক্ষণার্থীগণ বর্ণগুলো দেখে চিনতে পারবেন।
২। বর্ণগুলোর নাম বলতে পারবেন।
৩। প্রশিক্ষণার্থী বর্ণের গতি প্রবাহের সঠিক কৌশল অনুসরণ করে বর্ণগুলো লিখতে পারবেন।
৪। একক/দলীয় কাজ

উপকরণ:

হোয়াইট বোর্ড, মার্কার, পোস্টার পেপার, ডাস্টার, বর্ণ চার্ট, ফ্লাশ কার্ড।

শিখন কৌশল:

১। প্রশিক্ষক অঝাপাঠের চাকমা বর্ণমালা 𑄑 হতে 𑄕 পর্যন্ত সঠিক প্রবাহে বোর্ডে লিখে দিবেন।
২। প্রশিক্ষক বোর্ডে লেখা বর্ণগুলোর সংশ্লিষ্ট ধ্বনি মুখে মুখে বলে দিবেন এবং প্রশিক্ষণার্থীরা মুখে মুখে বলবেন।
৩। বোর্ডে লেখা বর্ণগুলোর নাম প্রশিক্ষক বলে দিবেন এবং প্রশিক্ষণার্থীগণ মুখে মুখে বলবেন।
৪। প্রশিক্ষণার্থী পোস্টার পেপারে বর্ণগুলো লিখে উপস্থাপন করবেন।

দ্বিতীয় দিন

দ্বিতীয় অধিবেশন

সময়: ১১:০০-১:০০টা

পাঠ: চাকমা বর্ণমালা পরিচিতি 𑄑 (টা) হতে 𑄕 (ণা) পর্যন্ত শিখন ও লিখন।

শিখন ফল:

১। বর্ণগুলোর ধ্বনি শুনে সঠিকভাবে বলতে পারবেন।
২। বর্ণগুলো সঠিক প্রবাহে লিখতে পারবেন।
৩। ধ্বনি শুনে বর্ণ শনাক্ত করতে পারবেন।

উপকরণ:

হোয়াইট বোর্ড, মার্কার, ডাস্টার, বর্ণ চার্ট, ফ্লাশ কার্ড, পোস্টার পেপার।

শিখন কৌশল:

১। প্রশিক্ষক লেখার সঠিক প্রবাহে 𑄑 হতে 𑄕 পর্যন্ত বর্ণগুলো বোর্ডে লিখে দেখাবেন।
২। প্রশিক্ষণার্থীরা প্রশিক্ষকের লেখা অনুকরণ করে খাতায় লিখবেন।
৩। প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণার্থীদের লেখা ঘুরে ঘুরে দেখবেন।
৪। প্রয়োজনে প্রশিক্ষক সহযোগিতা করবেন।
৫। প্রশিক্ষণার্থী যেন সঠিকভাবে বর্ণমালার বর্ণগুলো উচ্চারণ করতে পারে, প্রশিক্ষক তা নিশ্চিত করবেন।

দ্বিতীয় দিন
তৃতীয় অধিবেশন
সময়: ২:০০-৩:৩০মি:

পাঠ: চাকমা বর্ণমালা পরিচিতি 𑄖 (তা) হতে 𑄚 (না) পর্যন্ত শিখন ও লিখন।

শিখন ফল:

১। প্রশিক্ষণার্থীগণ বর্ণগুলো দেখে চিনতে পারবেন।
২। বর্ণগুলোর নাম বলতে পারবেন।
৩। প্রশিক্ষণার্থী বর্ণের প্রবাহের সঠিক কৌশল অনুসরণ করে বর্ণগুলো লিখতে পারবেন।

উপকরণ:

হোয়াইট বোর্ড, মার্কার, পোস্টার পেপার, ডাস্টার, বর্ণ চার্ট, ফ্লাশ কার্ড।

শিখন কৌশল:

১। প্রশিক্ষক অঝাপাঠের চাকমা বর্ণমালা 𑄖 হতে 𑄚 পর্যন্ত সঠিক প্রবাহে বোর্ডে লিখে দিবেন।
২। প্রশিক্ষক বোর্ডে লেখা বর্ণগুলোর সংশ্লিষ্ট ধ্বনি মুখে মুখে বলে দিবেন এবং প্রশিক্ষণার্থীরা মুখে মুখে বলবেন।
৩। বোর্ডে লেখা বর্ণগুলোর নাম প্রশিক্ষক বলে দিবেন এবং প্রশিক্ষণার্থীগণ মুখে মুখে বলবেন।

দ্বিতীয় দিন

চতুর্থ অধিবেশন

সময়: ৪:০০-৫:০০টা

পাঠ: চাকমা বর্ণমালা পরিচিতি 𑄕 (ণা) হতে 𑄚 (না) পর্যন্ত শিখন ও লিখন।

শিখন ফল:

১। বর্ণগুলোর ধ্বনি শুনে সঠিকভাবে বলতে পারবেন।
২। বর্ণগুলো সঠিক প্রবাহে লিখতে পারবেন।
৩। ধ্বনি শুনে বর্ণ শনাক্ত করতে পারবেন।

উপকরণ:

হোয়াইট বোর্ড, মার্কার, ডাস্টার, বর্ণ চার্ট, ফ্লাশ কার্ড, পোস্টার পেপার।

শিখন কৌশল:

১। প্রশিক্ষক লেখার সঠিক প্রবাহে 𑄕 হতে 𑄚 পর্যন্ত বর্ণগুলো বোর্ডে লিখে দেখাবেন।
২। প্রশিক্ষণার্থীরা প্রশিক্ষকের লেখা অনুকরণ করে খাতায় লিখবেন।
৩। প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণার্থীদের লেখা ঘুরে ঘুরে দেখবেন।
৪। প্রয়োজনে প্রশিক্ষক সহযোগিতা করবেন।
৫। প্রশিক্ষণার্থী যেন সঠিকভাবে বর্ণমালার বর্ণগুলো উচ্চারণ করতে পারে, প্রশিক্ষক তা নিশ্চিত করবেন।
৬। দলীয় কাজ
৭। প্রশিক্ষণার্থী বর্ণগুলো পোস্টার পেপারে লিখে উপস্থাপন করবেন।

তৃতীয় দিন

প্রথম অধিবেশন

সময়: ৯:০০-১০:৩০মি:

পাঠ: পুন:আলোচনা ও চাকমা বর্ণমালা পরিচিতি 𑄛 (পা) হতে 𑄟 (মা) পর্যন্ত শিখন ও লিখন।

মূলভাব: যে কোন ভাষার শিখন শেখানোর অন্যতম মাধ্যম হচ্ছে শব্দ। শব্দকে লিপিবদ্ধ করার জন্য প্রয়োজন বর্ণ। চাকমা ভাষার ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম নয়। প্রাচীনকাল থেকে চাকমা জাতিসত্বার নিজস্ব বর্ণমালা রয়েছে। ভাষা শিখন শেখানোর ক্ষেত্রে বর্ণমালাগুলো শেখার প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য।

শিখন ফল:

১। প্রশিক্ষণার্থীগণ বর্ণগুলো দেখে চিনতে পারবেন।
২। বর্ণগুলোর নাম বলতে পারবেন।
৩। একক/দলীয় কাজ

উপকরণ:

হোয়াইট বোর্ড, মার্কার, পোস্টার পেপার, ডাস্টার, বর্ণ চার্ট, ফ্লাশ কার্ড।

শিখন কৌশল:

১। প্রশিক্ষক অঝাপাঠের চাকমা বর্ণমালা 𑄛 হতে 𑄟 পর্যন্ত সঠিক প্রবাহে বোর্ডে লিখে দিবেন।
২। প্রশিক্ষক বোর্ডে লেখা বর্ণগুলোর সংশ্লিষ্ট ধ্বনি মুখে মুখে বলে দিবেন এবং প্রশিক্ষণার্থীরা মুখে মুখে বলবেন।
৩। বোর্ডে লেখা বর্ণগুলোর নাম প্রশিক্ষক বলে দিবেন এবং প্রশিক্ষণার্থীগণ মুখে মুখে বলবেন।

তৃতীয় দিন

দ্বিতীয় অধিবেশন

সময়: ১১:০০-১:০০টা

পাঠ: চাকমা বর্ণমালা পরিচিতি 𑄛 (পা) হতে 𑄟 (মা) পর্যন্ত শিখন ও লিখন।

শিখন ফল:

১। বর্ণগুলোর ধ্বনি শুনে সঠিকভাবে বলতে পারবেন।
২। বর্ণগুলো সঠিক প্রবাহে লিখতে পারবেন।

উপকরণ:

হোয়াইট বোর্ড, মার্কার, ডাস্টার, বর্ণ চার্ট, ফ্লাশ কার্ড, পোস্টার পেপার।

শিখন কৌশল:

১। প্রশিক্ষক লেখার সঠিক প্রবাহে 𑄛 (পা) হতে 𑄟 (মা) পর্যন্ত বর্ণগুলো বোর্ডে লিখে দেখাবেন।
২। প্রশিক্ষণার্থীরা প্রশিক্ষকের লেখা অনুকরণ করে খাতায় লিখবেন।
৩। প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণার্থীদের লেখা ঘুরে ঘুরে দেখবেন।
৪। প্রয়োজনে প্রশিক্ষক সহযোগিতা করবেন।
৫। প্রশিক্ষণার্থী যেন সঠিকভাবে বর্ণমালার বর্ণগুলো উচ্চারণ করতে পারে, প্রশিক্ষক তা নিশ্চিত করবেন।

তৃতীয় দিন
তৃতীয় অধিবেশন
সময়: ২:০০-৩:৩০ মি:

পাঠ: চাকমা বর্ণমালা পরিচিতি 𑄠 (যা) হতে 𑄦 (হা) পর্যন্ত শিখন ও লিখন।

শিখন ফল:

১। প্রশিক্ষণার্থীগণ বর্ণগুলো দেখে চিনতে পারবেন।
২। বর্ণগুলোর নাম বলতে পারবেন।
৩। বর্ণগুলোর ধ্বনি উচ্চারণ সঠিকভাবে করতে পারবেন।
৪। প্রশিক্ষণার্থী বর্ণের গতি প্রবাহের সঠিক কৌশল অনুসরণ করে বর্ণগুলো লিখতে পারবেন।

উপকরণ:

হোয়াইট বোর্ড, মার্কার, পোস্টার পেপার, ডাস্টার, বর্ণ চার্ট, ফ্লাশ কার্ড।

শিখন কৌশল:

১। প্রশিক্ষক অঝাপাঠের চাকমা বর্ণমালা 𑄠 (যা) হতে 𑄦 (হা) পর্যন্ত সঠিক প্রবাহে বোর্ডে লিখে দিবেন।
২। প্রশিক্ষক বোর্ডে লেখা বর্ণগুলোর সংশ্লিষ্ট ধ্বনি মুখে মুখে বলে দিবেন এবং প্রশিক্ষার্থীরা মুখে মুখে বলবেন।
৩। বোর্ডে লেখা বর্ণগুলোর নাম প্রশিক্ষক বলে দিবেন এবং প্রশিক্ষণার্থীগণ মুখে মুখে বলবেন।

তৃতীয় দিন

চতুর্থ অধিবেশন

সময়: ৪:০০-৫:০০

পাঠ: চাকমা বর্ণমালা পরিচিতি 𑄡 (যা) হতে 𑄦 (হা) পর্যন্ত শিখন ও লিখন।

শিখন ফল:

১। বর্ণগুলোর ধ্বনি শুনে সঠিকভাবে বলতে পারবেন।
২। বর্ণগুলো সঠিক প্রবাহে লিখতে পারবেন।
৩। ধ্বনি শুনে বর্ণ শনাক্ত করতে পারবেন।

উপকরণ:

হোয়াইট বোর্ড, মার্কার, ডাস্টার, বর্ণ চার্ট, ফ্লাশ কার্ড, পোস্টার পেপার।

শিখন কৌশল:

১। প্রশিক্ষক লেখার সঠিক প্রবাহে 𑄡 হতে 𑄦 পর্যন্ত বর্ণগুলো বোর্ডে লিখে দেখাবেন।
২। প্রশিক্ষণার্থীরা প্রশিক্ষকের লেখা অনুকরণ করে খাতায় লিখবেন।
৩। প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণার্থীদের লেখা ঘুরে ঘুরে দেখবেন।
৪। প্রয়োজনে প্রশিক্ষক সহযোগিতা করবেন।
৫। প্রশিক্ষণার্থী যেন সঠিকভাবে বর্ণমালার বর্ণগুলো উচ্চারণ করতে পারে, প্রশিক্ষক তা নিশ্চিত করবেন।
৬। প্রশিক্ষণার্থী বর্ণগুলো পোস্টার পেপারে লিখে উপস্থাপন করবেন।
৭। প্রশিক্ষক শূন্যস্থান পূরণের মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থীরা বর্ণ চিনতে সক্ষম কিনা তা দেখবেন।

চতুর্থ দিন

প্রথম অধিবেশন

সময়: ৯:০০-১০:৩০

পাঠ: পূর্বের দিনের পাঠ আলোচনা এবং চাকমা আবযুগিপাঠ {স্বরবর্ণ} 𑄃𑄂 (আ) হতে 𑄃𑄮 (ও) পর্যন্ত পরিচিতি

মূলভাব: যে কোন ভাষার শিখন শেখানোর অন্যতম মাধ্যম হচ্ছে শব্দ। শব্দকে লিপিবদ্ধ করার জন্য প্রয়োজন বর্ণ। চাকমা ভাষার ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম নয়। প্রাচীনকাল থেকে চাকমা জাতিসত্বার নিজস্ব বর্ণমালা রয়েছে। ভাষা শিখন শেখানোর ক্ষেত্রে বর্ণমালাগুলো শেখার প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। এই পাঠে আবযুগি অর্থাৎ স্বরবর্ণ পরিচিতি আলোচনা করা হবে।

শিখন ফল:

১। চাকমা আবযুগি হরফ {স্বরবর্ণ} দেখে চিনতে পারবেন।
২। বর্ণগুলো লিখতে পারবেন।
৩। বর্ণগুলোর ধ্বনি সঠিকভাবে উচ্চারণ করতে পারবেন।

উপকরণ:

ফ্লাশ কার্ড, ফ্লিপ চার্ট, হোয়াইট বোর্ড, মার্কার, ডাস্টার, পোস্টার পেপার।

শিখন কৌশল:

১। আবযুগি পাঠের বর্ণমালা 𑄃𑄂 (আ) হতে 𑄃𑄮 (ও) পর্যন্ত প্রশিক্ষক বোর্ডে লিখে দিবেন।
২। বোর্ডে লেখা বর্ণগুলোর সংশ্লিষ্ট ধ্বনি প্রশিক্ষক মুখে মুখে বলে উচ্চারণ করে শুনাবেন।
৩। প্রশিক্ষণার্থীরা প্রশিক্ষকের সাথে সাথে বর্ণের ধ্বনি উচ্চারণ করবেন।
৪। প্রশিক্ষণার্থীরা বর্ণগুলো পোস্টার পেপারে লিখে উপস্থাপন করবেন।

চতুর্থ দিন
দ্বিতীয় অধিবেশন
সময়: ১১:০০-১:০০

পাঠ: চাকমা আবযুগিপাঠ {স্বরবর্ণ} পরিচিতি 𑄃 (আ) হতে 𑄃𑄮 (ও) পর্যন্ত শিখন ও লিখন।

শিখন ফল:

১। চাকমা আবযুগি হরফ {স্বরবর্ণ} দেখে চিনতে পারবেন।
২। বর্ণগুলো লিখতে পারবেন।
৩। ধ্বনি শুনে বর্ণ শনাক্ত করতে পারবেন।

উপকরণ:

ফ্লাশ কার্ড, ফ্লিপ চার্ট, হোয়াইট বোর্ড, মার্কার, ডাস্টার, পোস্টার পেপার।

শিখন কৌশল:

১। প্রশিক্ষক লেখার সঠিক প্রবাহে 𑄃 হতে 𑄃𑄮 পর্যন্ত বর্ণগুলো লিখে দেখাবেন।
২। প্রশিক্ষণার্থীরা প্রশিক্ষকের লেখা অনুকরণ করে খাতায় লিখবেন।
৩। প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণার্থীদের লেখা ঘুরে ঘুরে দেখবেন।
৪। প্রয়োজনে প্রশিক্ষক সহযোগিতা করবেন।
৫। প্রশিক্ষণার্থীরা বর্ণগুলো পোস্টার পেপারে লিখে উপস্থাপন করবেন।

চতুর্থ দিন
তৃতীয় অধিবেশন
সময়: ২:০০-৩:৩০

পাঠ: চাকমা আবযুগিপাঠ {স্বরবর্ণ} পরিচিতি 𑄃𑄪 (উ) হতে 𑄃𑄬 (এ) পর্যন্ত শিখন, লিখন ও ফলাবর্তন।

শিখন ফল:

১। চাকমা আবযুগি হরফ {স্বরবর্ণ} দেখে চিনতে পারবেন।
২। বর্ণগুলো লিখতে পারবেন।
৩। বর্ণগুলোর ধ্বনি সঠিকভাবে উচ্চারণ করতে পারবেন।

উপকরণ:

ফ্লাশ কার্ড, ফ্লিপ চার্ট, হোয়াইট বোর্ড, মার্কার, ডাস্টার।

শিখন কৌশল:

১। আবযুগি পাঠের বর্ণমালা 𑄃𑄪 হতে 𑄃𑄬 পর্যন্ত প্রশিক্ষক বোর্ডে লিখে দিবেন।
২। বোর্ডে লেখা বর্ণগুলোর সংশ্লিষ্ট ধ্বনি প্রশিক্ষক উচ্চারণ করবেন।
৩। প্রশিক্ষকের সাথে প্রশিক্ষার্থীরা মুখে মুখে বলবেন।
৪। বোর্ডের লেখা বর্ণগুলোর নাম প্রশিক্ষক বলে দিবেন।
৫। বর্ণগুলোর ধ্বনি প্রশিক্ষক উচ্চারণ করে শুনাবেন।
৬। প্রশিক্ষণার্থীরা প্রশিক্ষকের সাথে সাথে বর্ণের ধ্বনি উচ্চারণ করবেন।
৭। প্রশিক্ষণার্থীরা বর্ণগুলো পোস্টার পেপারে লিখে উপস্থাপন করবেন।

চতুর্থ দিন

চতুর্থ অধিবেশন

সময়: ৪:০০-৫:০০

পাঠ: চাকমা আবযুগিপাঠ {স্বরবর্ণ} পরিচিতি 𑄃 (আ) হতে 𑄃𑄮 (ও) পর্যন্ত শিখন ও মূল্যায়নে।

শিখন ফল:

১। প্রশিক্ষণার্থীগণ চাকমা আবযুগি হরফ {স্বরবর্ণ} দেখে চিনতে পারবেন।
২। বর্ণগুলো বলতে ও লিখতে পারবেন।
৩। ধ্বনি শুনে বর্ণ শনাক্ত করতে পারবেন।

উপকরণ:

ফ্লাশ কার্ড, ফ্লিপ চার্ট, হোয়াইট বোর্ড, মার্কার।

শিখন কৌশল:

১। প্রশিক্ষক লেখার সঠিক প্রবাহে 𑄃 হতে 𑄃𑄮 পর্যন্ত বর্ণগুলো লিখে দেখাবেন।
২। প্রশিক্ষণার্থীরা প্রশিক্ষকের লেখা অনুকরণ করে খাতায় লিখবেন।
৩। প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণার্থীদের লেখা ঘুরে ঘুরে দেখবেন এবং প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন দিবেন।
৪। প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণার্থীদের বর্ণগুলো সঠিক উচ্চারণে বলতে বলবেন।
৫। প্রশিক্ষণার্থীরা বর্ণগুলো পোস্টার পেপারে লিখে উপস্থাপন করবেন।
৬। এলোমেলো বর্ণ থেকে শব্দ গঠণ করতে বলবেন।

পঞ্চম দিন

প্রথম অধিবেশন

সময়: ৯:০০-১০:৩০

পাঠ: পূর্বের দিনের পুনরালোচনা এবং পরসাল্লো বর্ণ [উপবর্ণ] পরিচিতি ˙ ¨ ঁ

মূলভাব: ধ্বনির লেখ্য রূপ হলো বর্ণ। অঝাপাঠ ও আবযুগি পাঠের সকল বর্ণে ধ্বনি থাকলেও ˙ ¨ ঁ এগুলোর নির্দিষ্ট কোন ধ্বনি নাই। এগুলো কোন মাজারা [স্বরচিহ্ন] বা লেবাঙ [ফলা] নয়। তবে এগুলো কোন বর্ণের সাথে যুক্ত করলে একটি বিশেষ ধ্বনির উৎপত্তি হয়।

শিখনফল:

১। ˙ ¨ ঁ উপবর্ণগুলোর নাম জানতে পারবেন।
২। অন্য কোন বর্ণের সাথে যুক্ত হলে এর বিশেষ ধ্বনি বুঝতে পারবে।

উপকরণ:

ফ্লাশকার্ড, ফ্লিপচার্ট, হোয়াইট বোর্ড, মার্কার, ডাস্টার, পোস্টার পেপার।

শিখন কৌশল:

১। ˙ ¨ ঁ. উপবর্ণগুলো বোর্ডে লিখে প্রশিক্ষক উচ্চারণ করে শুনাবেন।
২। প্রশিক্ষণার্থীগণ প্রাশিক্ষকের সাথে সাথে মুখে উচ্চারণ করবেন।
৩। বর্ণগুলোর নির্দিষ্ট ধ্বনি না থাকায় বলে এ বর্ণগুলো উপবর্ণ, প্রশিক্ষক তা ব্যাখ্যা করবেন।

পঞ্চম দিন

দ্বিতীয় অধিবেশন

সময়: ১১:০০-১:০০

পাঠ: পরসাল্লো [উপবর্ণ] বর্ণ 𑄁 𑄂 𑄀 শিখন ও লিখন

শিখনফল:

১। 𑄁 𑄂 𑄀 উপবর্ণগুলো লিখতে পারবেন।
২। অন্য কোন বর্ণের সাথে যুক্ত হলে এর বিশেষ ধ্বনি বুঝতে পারবেন।
৩। অন্য কোন বর্ণের সাথে যুক্ত করে নতুন ধ্বনি তৈরী করতে পারবেন।

উপকরণ:

ফ্লাশকার্ড, ফ্লিপচার্ট, হোয়াইট বোর্ড, মার্কার, ডাস্টার, পোস্টার পেপার।

শিখন কৌশল:

১। প্রশিক্ষক বর্ণগুলো বোর্ডে লিখে দেখাবেন।
২। প্রশিক্ষণার্থীগণ প্রশিক্ষকের লেখা অনুকরণ করে খাতায় লিখবেন।
৩। প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণার্থীদের লেখা ঘুরে ঘুরে দেখবেন।
৪। প্রয়োজনে প্রশিক্ষক সহযোগিতা করবেন।
৫। অন্য বর্ণের সাথে যুক্ত করে নতুন শব্দ তৈরী করে দেখাবেন এবং প্রশিক্ষণার্থীদের পোস্টার পেপারে লিখে উপস্থাপন করতে বলবেন।

পঞ্চম দিন
তৃতীয় অধিবেশন
সময়: ২:০০-৩:৩০

পাঠ: পরসাল্লো বর্ণ দিয়ে ধ্বনি সৃষ্টি

শিখন ফল:

১। পরসাল্লো বর্ণ দিয়ে ধ্বনি সৃষ্টি করতে পারবেন।
২। পরসাল্লো বর্ণ দিয়ে শব্দ তৈরী করে লিখতে পারবেন।

উপকরণ:

ফ্লাশ কার্ড, ফ্লিপ চার্ট, হোয়াইট বোর্ড, মার্কার, ডাস্টার, পোস্টার পেপার।

শিখন কৌশল:

১। প্রশিক্ষক কোন একটি বর্ণের উপর প্রয়োজনীয় একটি পরসাল্লো বর্ণ প্রয়োগ করে বোর্ডে লিখে দেখাবেন।
২। প্রশিক্ষক বোর্ডে লেখা শব্দ উচ্চারণ করে শুনাবেন।
৩। প্রশিক্ষণার্থীগণ প্রশিক্ষককে অনুকরণ করে বোর্ডের লেখাটি সঠিক ধ্বনিতে উচ্চারণ করবেন।
৪। প্রশিক্ষণার্থীগণ নতুন নতুন শব্দ তৈরী করে পোস্টার পেপারে লিখে উপস্থাপন করবেন।

পঞ্চম দিন

চতুর্থ অধিবেশন

সময়: ৪:০০-৫:০০

পাঠঃ পরসাল্লো বর্ণ দিয়ে ধ্বনি সৃষ্টির শিখন ও লিখন এবং শব্দ গঠন।

শিখন ফল:

১। পরসাল্লো বর্ণ দিয়ে ধ্বনি সৃষ্টির কৌশল বের করতে পারবেন।
২। পরসাল্লো বর্ণ দিয়ে শব্দ লেখার কৌশল জানতে পারবেন।

উপকরণ:

ফ্লাশ কার্ড, ফ্লিপ চার্ট, হোয়াইট বোর্ড, মার্কার, ডাস্টার।

শিখন কৌশল:

১। প্রশিক্ষক বোর্ডে লেখা শব্দের যে কোন একটি প্রজোয্য বর্ণের উপর প্রয়োজনীয় পরসাল্লো বর্ণের যে কোন একটি বসাবেন।
২। প্রশিক্ষক শব্দটি পড়ে শুনাবেন।
৩। প্রশিক্ষক পরসাল্লো বর্ণ ব্যাতিত শব্দ ও পরসাল্লো বর্ণযুক্ত শব্দ এ দুইয়ের পার্থক্য প্রশিক্ষণার্থীদের বিভাজন করে দেখাবেন।

ষষ্ঠ দিন

প্রথম অধিবেশন

সময়: ৯:০০-১০:৩০

পাঠ: পূর্বের দিনের পাঠ আলোচনা, মাজারা [স্বরচিহ্ন] শিখন

মূলভাব: কথা বলার জন্য বাক্যের অন্তর্গত শব্দগুলোতে বিভিন্ন ধ্বনি পরিলক্ষিত হয়। যা মূল বর্ণ দিয়ে সেই ধ্বনিগুলো লিখে প্রকাশ করা সম্ভবপর নয়। সেক্ষেত্রে মাজারা [স্বরচিহ্ন] ও লেবাঙ [ফলা] ব্যবহার করে উচ্চারিত শব্দের সঠিক ধ্বনি প্রকাশ করা হয়ে থাকে।

শিখন ফল:

১। মাজারা [স্বরচিহ্ন] চিনতে পারবেন।
২। মাজারার [স্বরচিহ্ন] ধরণ জানতে পারবেন।

উপকরণ:

ফ্লাশ কার্ড, ফ্লিপ চার্ট, হোয়াইট বোর্ড, মার্কার, ডাস্টার, পোস্টার পেপার।

শিখন কৌশল:

২। শিক্ষক 𑄃 (আ) থেকে 𑄃𑄮 (ও) বর্ণগুলো বোর্ডে লিখবেন।
৩। বোর্ডে লেখা বর্ণগুলো একবার প্রশিক্ষক উচ্চারণ করে শুনাবেন।
৪। প্রশিক্ষক বোর্ডে লেখা বর্ণগুলোর চিহ্নগুলি পৃথক করে বোর্ডে লিখবেন।
৫। প্রশিক্ষক চিহ্নগুলোর নাম মুখে মুখে বলে দিবেন।

ষষ্ঠ দিন
দ্বিতীয় অধিবেশন
সময়: ১১:০০-১:০০

পাঠ: মাজারা [স্বরচিহ্ন] শিখন ও লিখন

শিখন ফল:

১। মাজারা [স্বরচিহ্ন] চিনতে ও ব্যবহার করতে পারবেন।
২। মাজারা [স্বরচিহ্ন] সহযোগে শব্দ লিখতে পারবেন।
৩। মাজারা সঠিক প্রবাহে লিখতে পারবেন।

উপকরণ:

ফ্লাশ কার্ড, ফ্লিপ চার্ট, হোয়াইট বোর্ড, মার্কার, ডাস্টার, পোস্টার পেপার।

শিখন কৌশল:

১। প্রশিক্ষক মাজারা চিহ্নগুলো লেখার সঠিক প্রবাহে বোর্ডে লিখে দেখাবেন।
২। প্রশিক্ষণার্থীরা প্রশিক্ষকের লেখা অনুকরণ করে খাতায় লিখবেন।
৩। প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণার্থীদের লেখা ঘুরে ঘুরে দেখবেন।
৪। প্রয়োজনে প্রশিক্ষক সহযোগিতা করবেন।
৫। প্রশিক্ষণার্থীগণ পোস্টার পেপারে মাজারা ও মাজারাযুক্ত শব্দ লিখে উপস্থাপন করবেন।

ষষ্ঠ দিন
তৃতীয় অধিবেশন
সময়: ২:০০-৩:৩০

পাঠ: মাজারা [স্বরচিহ্ন] শিখন ও লিখন [পুনরাবৃত্তি]

শিখন ফল:

১। মাজারা [স্বরচিহ্ন] চিনতে পারবেন।
২। মাজারা [স্বরচিহ্ন] এর ধরণ জানতে পারবেন।

উপকরণ:

ফ্লাশ কার্ড, ফ্লিপ চার্ট, হোয়াইট বোর্ড, মার্কার, ডাস্টার, পোস্টার পেপার।

শিখন কৌশল:

১। প্রশিক্ষক যে কোন একটি বর্ণের উপর যে কোন একটি মাজারা [স্বরচিহ্ন] প্রয়োগ করে বোর্ডে লিখে দেখাবেন।
২। প্রশিক্ষক বোর্ডে লেখাগুলো উচ্চারণ করে শুনাবেন।
৩। প্রশিক্ষক একই বর্ণের উপর মাজারাগুলো [স্বরচিহ্ন] প্রয়োগ করে উচ্চারণ করবেন।
৪। বর্ণটি কোন চিহ্ন ব্যবহার করে কোন ধ্বনি হয়েছে প্রশিক্ষণার্থীদের বলতে বলবেন।

ষষ্ঠ দিন
চতুর্থ অধিবেশন
সময়: ৪:০০-৫:০০

পাঠ: মাজারা [স্বরচিহ্ন] শিখন ও লিখন।

শিখন ফল:

১। মাজারা [স্বরচিহ্ন] চিনতে ও ব্যবহার করতে পারবেন।
২। মাজারা [স্বরচিহ্ন] দিয়ে শব্দ লিখতে পারবেন।
৩। মাজারাযুক্ত শব্দ পড়তে পারবেন।

উপকরণ:

ফ্লাশ কার্ড, ফ্লিপ চার্ট, হোয়াইট বোর্ড, মার্কার, ডাস্টার, পোস্টার পেপার।

শিখন কৌশল:

১। প্রশিক্ষক বোর্ডে লেখা মাজারা [স্বরচিহ্ন] যোগে কয়েকটি শব্দ বোর্ডে লিখে দেখাবেন।
২। প্রশিক্ষক শব্দটি পড়ে শুনাবেন।
৩। প্রশিক্ষক অনুরূপ মাজারা [স্বরচিহ্ন] ব্যবহার করে কয়েকটি অর্থ বোধক শব্দ খাতায় লিখতে বলবেন।
৪। প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণার্থীদের লেখা ঘুরে ঘুরে দেখবেন।
৫। প্রয়োজনে প্রশিক্ষক সহযোগিতা করবেন।
৬। প্রশিক্ষক মাজারাযুক্ত বিভিন্ন শব্দ জিজ্ঞেস করবেন।
৭। প্রশিক্ষণার্থীরা মাজারাযুক্ত বিভিন্ন শব্দ পোস্টার পেপারে লিখে উপস্থাপন করবেন।

সপ্তম দিন
প্রথম অধিবেশন
সময়: ৯:০০-১০:৩০

পাঠ: পূর্বের দিনের পাঠ আলোচনা এবং লেবাঙ [ফলা] চিনতে পারা (‿ ˩ ω ₒ)

শিখন ফল:

১। লেবাঙ [ফলা] চিনতে ও ব্যবহার করতে পারবেন।
২। লেবাঙ [ফলা] সঠিক প্রবাহে লিখতে পারবেন।

উপকরণ:

ফ্লাশ কার্ড, ফ্লিপ চার্ট, হোয়াইট বোর্ড, মার্কার, ডাস্টার, পোস্টার পেপার।

শিখন কৌশল:

২। ‿ ˩ ω ₒ লেবাঙ [ফলা] গুলো প্রশিক্ষক বোর্ডে লিখবেন।
৩। বোর্ডে লেখা ফলাগুলো একবার প্রশিক্ষক মুখে মুখে উচ্চারণ করে শুনাবেন।
৪। প্রশিক্ষণার্থীরা ফলাগুলোর নাম মুখে মুখে উচ্চারণ করবেন।
৫। প্রশিক্ষক বোর্ডে লেখা ফলাগুলোর ধ্বনি বিশ্লেষণ করবেন।

সপ্তম দিন
দ্বিতীয় অধিবেশন
সময়: ১১:০০-১:০০

পাঠ: লেবাঙ [ফলা] শিখন লিখন ও শব্দ গঠন

শিখন ফল:

১। লেবাঙ [ফলা] চিনতে পারবেন।

২। লেবাঙ [ফলা] দিয়ে লেখা শব্দ পড়তে পারবেন।

৩। লেবাঙ [ফলা] ব্যবহার করে শব্দ গঠন করতে পারবেন।

উপকরণ:

ফ্লাশ কার্ড, ফ্লিপ চার্ট, হোয়াইট বোর্ড, মার্কার, ডাস্টার।

শিখন কৌশল:

১। প্রশিক্ষক যে কোন একটি বর্ণের উপরে এক একটি লেবাঙ [ফলা] ব্যবহার করে বোর্ডে লিখবেন।

২। লেবাঙ [ফলা] ব্যবহৃত বর্ণ প্রশিক্ষক উচ্চারণ করে শুনাবেন এবং লিখতে বলবেন।

৩। প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণার্থীদের লেখা ঘুরে ঘুরে দেখবেন।

৪। প্রয়োজনে প্রশিক্ষক দলীয় কাজ দিবেন।

৫। প্রশিক্ষক লেবাঙযুক্ত শব্দ পোস্টার পেপারে লিখে উপস্থাপন করতে বলবেন।

সপ্তম দিন
তৃতীয় অধিবেশন
সময়: ২:০০-৩:৩০

পাঠঃ লেবাঙ [ফল] এর গুরুত্ব বিশ্লেষণ

শিখন ফল:

১। লেবাঙ [ফলা] চিনতে ও ব্যবহার করতে পারবেন।

উপকরণ:

ফ্লাশ কার্ড, ফ্লিপ চার্ট, হোয়াইট বোর্ড, মার্কার, ডাস্টার।

শিখন কৌশল:

১। প্রশিক্ষক এক একটি লেবাঙ [ফলা] ব্যবহার করে শব্দ বোর্ডে লিখবেন।
২। প্রশিক্ষক বোর্ডে লেখা শব্দগুলো উচ্চারণ করে শুনাবেন।
৩। প্রশিক্ষণার্থীরা প্রশিক্ষককে অনুকরণ করে শব্দগুলো উচ্চারণ করবেন।
৪। প্রশিক্ষক লেবাঙ [ফলা] ব্যবহার করে কয়েকটি শব্দ খাতায় লিখতে বলবেন।

সপ্তম দিন

চতুর্থ অধিবেশন

সময়: ৪:০০-৫:০০

পাঠ: লেবাঙ [ফলা] ব্যবহার শিখন ও লিখন (পুনরাবৃত্তি)

শিখন ফল:

১। লেবাঙ [ফলা] চিনতে ও ব্যবহার করতে পারবেন।
২। লেবাঙ [ফলা] দিয়ে শব্দ লিখতে পারবেন।

উপকরণ:

ফ্লাশ কার্ড, ফ্লিপ চার্ট, হোয়াইট বোর্ড, মার্কার, ডাস্টার।

শিখন কৌশল:

১। প্রশিক্ষক হ, র, দ, মা ও প বোর্ডে লিখে দেখাবেন।
২। প্রশিক্ষক প◡, দ ɟ, মা হ্ পোয়া বোর্ডে লিখবেন।
৩। প্রশিক্ষক ১ নং লেখা ও ২ নং ক্রমিকের শিখনগুলো প্রশিক্ষণার্থীদের উচ্চারণ করতে বলবেন।
৪। প্রশিক্ষক ১ নং ২ নং ক্রমিকের লেখার পার্থক্য নির্ণয় করতে বলবেন।
৫। এভাবে ফলা ব্যবহার করার কৌশল প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণার্থীদের শিখিয়ে দিবেন।
৬। প্রশিক্ষণার্থীরা ফলা ব্যবহার করে শব্দ পোস্টার পেপারে লিখে উপস্থাপন করবেন।

অষ্টম দিন

প্রথম অধিবেশন

সময়: ৯:০০-১০:৩০

পাঠ: পূর্বের পাঠের আলোচনা এবং বর্ণের অন্তধ্বনি বিলুপ্তির ক্ষেত্রে মাজ্যা চিহ্নের ব্যবহার।

মূলভাব: চাকমা ভাষা লেখার জন্য মাজ্যা [-] একটি অনন্য রূপ। শব্দের অন্তর্গত বর্ণগুলোর প্রবহমান ধ্বনির সাথে মাঝে মাঝে কিছু কিছু বর্ণের ধ্বনি তাৎক্ষণিক বিলুপ্ত হয়। এমনি শব্দ লিখতে মাজ্যা [-] ব্যবহার অপরিহার্য। বাংলার হস্ চিহ্নের মতোই মাজ্যা [-] কাজ করে, অপর দিকে বাংলার যুক্তাক্ষর ও ইংরেজি শব্দ লেখার ক্ষেত্রে মাজ্যা [-] ব্যবহার অতিব গুরুত্ব বহন করে।

শিখন ফল :

১। শব্দে বিলুপ্ত ধ্বনি শনাক্ত করতে পারবেন।
২। বাংলার যুক্তাক্ষর লিখতে পারবেন।
৩। ইংরেজি শব্দ লিখতে পারবেন।

উপকরণ:

ফ্লাশ কার্ড, ফ্লিপ চার্ট, হোয়াইট বোর্ড, মার্কার, ডাস্টার।

শিখন কৌশল:

১। প্রশিক্ষক এমন কয়েকটি শব্দ লিখবেন চাক্‌মা, চাকমা। এবার চাক্‌মা শব্দে ক' ধ্বনিতে ক এর অন্তঃধ্বনির বিলুপ্তি। এক্ষেত্রে ক-এর উপর মাজ্যা প্রয়োগ করতে হবে।
২। অনুরূপভাবে প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণার্থীদের এধরণের কয়েকটি শব্দ লিখতে বলবেন।
৩। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে যথাযথ বর্ণের উপর মাজ্যা [-] প্রয়োগ করতে বলবেন।

অষ্টম দিন
দ্বিতীয় অধিবেশন
সময়: ১১:০০-১:০০

পাঠ: যুক্তাক্ষর ভেঙ্গে লেখার ক্ষেত্রে মাজ্যা চিহ্নের ব্যবহার

শিখন ফল:

১। শব্দে বিলুপ্ত ধ্বনি শনাক্ত করতে পারবেন।
২। বাংলার যুক্তাক্ষর ভেঙ্গে লিখতে পারবেন।
৩। ইংরেজি শব্দ লিখতে পারবেন।

উপকরণ:

ফ্লাশ কার্ড, ফ্লিপ চার্ট, হোয়াইট বোর্ড, মার্কার, ডাস্টার।

শিখন কৌশল:

১। প্রশিক্ষক যুক্ত বর্ণের কয়েকটি শব্দ বোর্ডে লিখে দেখাবেন। যেমন- অন্তর।
২। অন্তর শব্দটির ন+ত এর যুক্ত বর্ণ ভেঙ্গে লেখার উপায় বিশ্লেষণ করবেন। উদাহরণ স্বরূপ ন্+ত [𑄚𑄴 - + 𑄖] ও ম্+ব {𑄟𑄴 + 𑄝} এভাবে বার বার অনুশীলন করাবেন।

অষ্টম দিন

তৃতীয় অধিবেশন

সময়: ২:০০-৩:৩০

পাঠ: ইংরেজি শব্দ চাকমা বর্ণে লেখার ক্ষেত্রে মাজ্যা [-] চিহ্নের ব্যবহার

শিখন ফল:

১। শব্দে বিলুপ্ত ধ্বনি শনাক্ত করতে পারবেন।

২। বাংলা শব্দের যুক্তাক্ষর চাকমা বর্ণে লিখতে পারবেন।

৩। ইংরেজি শব্দ চাকমা বর্ণে লিখতে পারবেন।

উপকরণ:

ফ্লাশ কার্ড, ফ্লিপ চার্ট, হোয়াইট বোর্ড, মার্কার, ডাস্টার।

শিখন কৌশল:

১। প্রশিক্ষক কয়েকটি ইংরেজি শব্দ বোর্ডে লিখবেন। যেমন- সেপ্টেম্বর সেপ্টেম্বর শব্দে প্ট ও ম্ব এই যুক্তাক্ষরগুলো মাজ্যা চিহ্ন দিয়ে ভেঙ্গে লেখার উপায় দেখাবেন। যেমন- প্+ট {𑄛𑄴 + 𑄑}

২। বাংলা শব্দের যুক্তাক্ষর মাজ্যা চিহ্ন দিয়ে ভেঙ্গে লেখা দেখাবেন।

অষ্টম দিন
চতুর্থ অধিবেশন
সময়: ৪:০০-৫:০০

পাঠ: মাজ্যা চিহ্ন ব্যবহার করে মাজ্যা ধ্বনির উচ্চারণ শিখন।

শিখন ফল:
১। শব্দে বিলুপ্ত ধ্বনি প্রকাশ করতে পারবেন।
২। বাংলা শব্দের যুক্তাক্ষর চাকমা বর্ণে লিখতে পারবেন।
৩। মাজ্যা ব্যাবহার করে ইংরেজি শব্দ চাকমা বর্ণে লিখতে পারবেন।

উপকরণ:
ফ্লাশ কার্ড, ফ্লিপ চার্ট, হোয়াইট বোর্ড, মার্কার, ডাস্টার, পোস্টার পেপার।

শিখন কৌশল:
১। প্রশিক্ষক 𑄇𑄴 {কা মাজ্যা} কাক্, 𑄋𑄴 {ঙা মাজ্যা} কাঙ্, এভাবে মাজ্যার ব্যবহার দেখাবেন।
২। প্রশিক্ষণার্থীদের এভাবে অন্যান্য বর্ণে মাজ্যা ব্যবহার করে উচ্চারণ করতে বলবেন।
৩। প্রশিক্ষণার্থীরা মাজ্যা ব্যবহৃত শব্দ পোস্টার পেপারে লিখে উপস্থাপন করবেন।
৪। প্রশিক্ষক এক, দুই, তিন বর্ণেও শব্দ গঠন করতে বলবেন।

নবম দিন

প্রথম অধিবেশন

সময়: ৯:০০-১০:৩০

পাঠ: পূর্বের দিনের পাঠ পুনরালোচনা এবং নাদা {সংখ্যা} গণনা।

মূলভাব: বাংলা ও ইংরেজি সংখ্যার মতো চাকমা ভাষায় পৃথক সংখ্যা আছে। চাকমা ভাষায় সংখ্যাকে নাদা বলে। এভাবে চাকমা ভাষায় সংখ্যা গণনাতেও পার্থক্য রয়েছে।

শিখন ফল:

১। চাকমা নাদা {সংখ্যা} চিনতে পারবেন।
২। চাকমা নাদা {সংখ্যা} সঠিক গতি প্রবাহে লিখতে পারবেন।
৩। চাকমা নাদা {সংখ্যা} গণনা করতে পারবেন।

উপকরণ:

ফ্লাশ কার্ড, ফ্লিপ চার্ট, হোয়াইট বোর্ড, মার্কার, ডাস্টার, সংখ্যা চার্ট।

শিখন কৌশল:

১। প্রশিক্ষক প্রাক-প্রাথমিকের ম-বই থেকে এক, তা জেরে দুই, .. গণিবোং হাদে হাত নাদা ছড়াটি বোর্ডে লিখবেন।
২। এরপর প্রশিক্ষক নাদা ছড়াটি মুখে মুখে বলবেন।
৩। প্রশিক্ষণার্থীরা প্র.শিক্ষকের সাথে সাথে ছড়াটি বলবেন।
৪। এভাবে ছড়ায় ছড়ায় সংখ্যা গণনার কাজটি সম্পন্ন করবেন।
৫। প্রশিক্ষক সংখ্যা চার্ট ঝুলিয়ে প্রশিক্ষণার্থীদের সংখ্যা দেখাবেন।

নবম দিন
দ্বিতীয় অধিবেশন
সময়: ১১:০০-১:০০

পাঠ: নাদা {সংখ্যা} গণনা (০ হতে ৯)।

শিখন ফল:

১। চাকমা নাদা {সংখ্যা} লিখতে পারবেন।
২। চাকমা নাদা {সংখ্যা} গণনা করতে পারবেন।
৩। ০ থেকে ৯ পর্যন্ত চাকমা সংখ্যা লিখতে পারবেন।

উপকরণ:

সংখ্যা চার্ট, হোয়াইট বোর্ড, মার্কার, ডাস্টার, সংখ্যা কার্ড।

শিখন কৌশল:

১। প্রশিক্ষক ০ থেকে ৯ পর্যন্ত সংখ্যাগুলোর চাকমা রূপ বোর্ডে লিখবেন।
২। প্রশিক্ষণার্থীরা বোর্ডে লেখা সংখ্যাগুলো সঠিক প্রবাহে নিজ নিজ খাতায় লিখবেন।
৩। প্রশিক্ষক ঘুরে ঘুরে প্রশিক্ষণার্থীদের লেখা দেখবেন এবং প্রয়োজনে সহযোগিতা করবেন।
৪। প্রশিক্ষক সংখ্যা কার্ড ব্যবহার করে সংখ্যাগুলো লিখতে সাহায্য করবেন।

নবম দিন
তৃতীয় অধিবেশন
সময়: ২:০০-৩:৩০

পাঠ: নাদা {সংখ্যা} গণনা (১০ হতে ২০)।

শিখন ফল:

১। চাকমা নাদা {সংখ্যা} লিখতে পারবেন।
২। চাকমা নাদা {সংখ্যা} গণনা করতে পারবেন।
৩। ১০ থেকে ২০ পর্যন্ত সংখ্যা লিখতে পারবেন।

উপকরণ:

হোয়াইট বোর্ড, মার্কার, ডাস্টার, সংখ্যা চার্ট, সংখ্যা কার্ড।

শিখন কৌশল:

১। প্রশিক্ষক সংখ্যা কার্ডের মাধ্যমে ১০ থেকে ২০ পর্যন্ত গণনার ধারণা দেবেন।
২। প্রশিক্ষক কার্ড দেখিয়ে সঠিক সংখ্যা চিহ্নিত করতে বলবেন।
৩। এভাবে ১০ থেকে ২০ পর্যন্ত সংখ্যাগুলো গণনা ও চেনার কাজ বার বার অনুশীলন করাবেন।

নবম দিন
চতুর্থ অধিবেশন
সময়: ৪:০০-৫:০০

পাঠ: ১০ থেকে ২০ পর্যন্ত সংখ্যা লেখা ও গণনা শেখা

শিখন ফল:
১। ১০ থেকে ২০ পর্যন্ত চাকমা নাদা {সংখ্যা} চিনতে পারবেন।
২। উক্ত চাকমা নাদাগুলো {সংখ্যা} লিখতে পারবেন।
৩। চাকমা নাদা {সংখ্যা} গণনা করতে পারবেন।

উপকরণ:
সংখ্যা কার্ড, ফ্লিপ চার্ট, হোয়াইট বোর্ড, মার্কার, ডাস্টার।

শিখন কৌশল:
১। প্রশিক্ষক ১০ থেকে ২০ পর্যন্ত সংখ্যাগুলো বোর্ডে লিখবেন।
২। প্রশিক্ষক বোর্ডে লেখা সংখ্যাগুলো একে একে প্রশিক্ষণার্থীদের পড়তে বলবেন।
৩। এরপর প্রশিক্ষক সংখ্যাগুলো খাতায় লিখতে বলবেন।
৪। প্রশিক্ষক ঘুরে ঘুরে লেখা দেখবেন এবং প্রয়োজনে সহযোগিতা করবেন।
৫। প্রশিক্ষক সংখ্যা কার্ড ব্যবহার করে বিভিন্ন সংখ্যা তৈরী করতে বলবেন।
৬। প্রশিক্ষক ০ থেকে ২০ পর্যন্ত পোস্টার পেপারে লিখে উপস্থাপন করতে বলবেন।

দশম দিন

প্রথম অধিবেশন

সময়: ৯:০০-১০:৩০

পাঠ: পূর্বের দিনের পাঠের পুনরালোচনা এবং ২১ হইতে ৪০ পর্যন্ত সংখ্যা ধারণা।

শিখন ফল:

১। ২১-৪০ পর্যন্ত সংখ্যা চিনতে পারবেন।
২। ২১-৪০ পর্যন্ত সংখ্যা গণনা করতে পারবেন।

উপকরণ:

ফ্লাশ কার্ড, ফ্লিপ চার্ট, হোয়াইট বোর্ড, মার্কার, ডাস্টার।

শিখন কৌশল:

১। প্রশিক্ষক সংখ্যা চার্ট বোর্ডে ঝুলিয়ে ২১-৪০ পর্যন্ত সংখ্যাগুলো পড়াবেন।
২। অত:পর প্রশিক্ষণার্থীরা প্রশিক্ষকের সাথে সাথে সংখ্যাগুলো গণনা করবেন।
৩। প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণার্থীদের একযোগে সংখ্যাগুলো পড়তে বলবেন।
৪। প্রশিক্ষক একে একে সবাইকে সংখ্যাগুলো বলতে বলবেন।

দশম দিন

দ্বিতীয় অধিবেশন

সময়: ১১:০০-১:০০

পাঠ: ২১-৪০ পর্যন্ত সংখ্যা গণনা ও লেখা।

শিখন ফল:

১। ২১-৪০ পর্যন্ত সংখ্যা গণনা করতে পারবেন।

২। ২১-৪০ পর্যন্ত সংখ্যা সঠিক প্রবাহে লিখতে পারবেন।

উপকরণ:

ফ্লাশ কার্ড, ফ্লিপ চার্ট, হোয়াইট বোর্ড, মার্কার, ডাস্টার।

শিখন কৌশল:

১। প্রশিক্ষক সঠিক প্রবাহে ২১-৪০ পর্যন্ত সংখ্যা বোর্ডে লিখে দেবেন।

২। প্রশিক্ষণার্থীগণ প্রশিক্ষকের লেখা অনুকরণ করে খাতায় লিখবেন।

৩। প্রশিক্ষক ঘুরে ঘুরে প্রশিক্ষণার্থীদের লেখা দেখবেন এবং প্রয়োজনে সহযোগিতা করবেন।

দশম দিন
তৃতীয় অধিবেশন
সময়: ২:০০-৩:৩০

পাঠ: ৪১-৬০ পর্যন্ত সংখ্যা গণনা শেখা।

শিখন ফল:

১। ৪১-৬০ পর্যন্ত সংখ্যা চিনতে পারবেন।

২। ৪১-৬০ পর্যন্ত সংখ্যা গণনা করতে পারবেন।

উপকরণ:

ফ্লাশ কার্ড, ফ্লিপ চার্ট, হোয়াইট বোর্ড, মার্কার, ডাস্টার।

শিখন কৌশল:

১। প্রশিক্ষক সংখ্যা চার্ট বোর্ডে ঝুলাইয়ে ৪১-৬০ পর্যন্ত সংখ্যা গুলো ধরে ধরে পড়াবেন।

২। অত:পর প্রশিক্ষণার্থীগণ প্রশিক্ষকের সাথে সাথে সংখ্যাগুলো গণনা করবেন।

৩। প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণার্থীদের একযোগে সংখ্যাগুলো পড়তে বলবেন।

৪। প্রশিক্ষক একে একে সবাইকে সংখ্যাগুলো বলতে বলবেন।

দশম দিন

চতুর্থ অধিবেশন

সময়: ৪:০০-৫:০০

পাঠ: ৪১-৬০ পর্যন্ত সংখ্যা লেখা ও গণনা শেখা ।

শিখন ফল:

১। ৪১-৬০ পর্যন্ত সংখ্যা গণনা করতে পারবেন।
২। ৪১-৬০ পর্যন্ত সংখ্যা সঠিক প্রবাহে লিখতে পারবেন।

উপকরণ:

ফ্লাশ কার্ড, ফ্লিপ চার্ট, হোয়াইট বোর্ড, মার্কার, ডাস্টার।

শিখন কৌশল:

১। প্রশিক্ষক সঠিক প্রবাহে ৪১-৬০ পর্যন্ত সংখ্যা বোর্ডে লিখে দেবেন।
২। প্রশিক্ষণার্থীরা প্রশিক্ষকের লেখা অনুকরণ করে খাতায় লিখবেন।
৩। প্রশিক্ষক ঘুরে ঘুরে প্রশিক্ষণার্থীদের লেখা দেখবেন এবং প্রয়োজনে সহযোগিতা করবেন।

একাদশ দিন
প্রথম অধিবেশন
সময়: ৯:০০-১০:৩০

পাঠ: পূর্বের দিনের পাঠের পুনরালোচনা, ৬১ হইতে ৮০ পর্যন্ত সংখ্যা গণনা শেখা।

শিখন ফল:
১। ৬১-৮০ পর্যন্ত সংখ্যা চিনতে পারবেন।
২। ৬১-৮০ পর্যন্ত সংখ্যা গণনা করতে পারবেন।

উপকরণ:
ফ্লাশ কার্ড, ফ্লিপ চার্ট, হোয়াইট বোর্ড, মার্কার, ডাস্টার।

শিখন কৌশল:
১। প্রশিক্ষক সংখ্যা চার্ট বোর্ডে ঝুলিয়ে ৬১-৮০ পর্যন্ত সংখ্যাগুলো ধরে ধরে পড়াবেন।
২। অতঃপর প্রশিক্ষণার্থীগণ প্রশিক্ষকের সাথে সাথে সংখ্যাগুলো গণনা করবেন।
৩। প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণার্থীদের একযোগে সংখ্যাগুলো পড়তে বলবেন।
৪। প্রশিক্ষক একে একে সবাইকে সংখ্যাগুলো বলতে বলবেন।

একাদশ দিন
দ্বিতীয় অধিবেশন
সময়: ১১:০০-১:০০

পাঠ: ৬১-৮০ পর্যন্ত সংখ্যা লেখা।

শিখন ফল:
১। ৬১-৮০ পর্যন্ত সংখ্যা গণনা করতে পারবেন।
২। ৬১-৮০ পর্যন্ত সংখ্যা সঠিক প্রবাহে লিখতে পারবেন।

উপকরণ:
ফ্লাশ কার্ড, ফ্লিপ চার্ট, হোয়াইট বোর্ড, মার্কার, ডাস্টার।

শিখন কৌশল:
১। প্রশিক্ষক সঠিক প্রবাহে ৬১-৮০ পর্যন্ত সংখ্যা বোর্ডে লিখে দেবেন।
২। প্রশিক্ষণার্থীগণ প্রশিক্ষকের লেখা অনুকরণ করে খাতায় লিখবেন।
৩। প্রশিক্ষক ঘুরে ঘুরে প্রশিক্ষণার্থীদের লেখা দেখবেন এবং প্রয়োজনে সহযোগিতা করবেন।

একাদশ দিন

তৃতীয় অধিবেশন

সময়: ২:০০-৩:৩০

পাঠ: ৮১-১০০ পর্যন্ত সংখ্যা লেখা ও গণনা শেখা।

শিখন ফল:

১। ৮১-১০০ পর্যন্ত সংখ্যা চিনতে পারবেন।
২। ৮১-১০০ পর্যন্ত সংখ্যা গণনা করতে পারবেন।

উপকরণ:

ফ্লাশ কার্ড, ফ্লিপ চার্ট, হোয়াইট বোর্ড, মার্কার, ডাস্টার।

শিখন কৌশল:

১। প্রশিক্ষক সংখ্যা চার্ট বোর্ডে ঝুলিয়ে ৮১-১০০ পর্যন্ত সংখ্যাগুলো ধরে ধরে পড়াবেন।
২। অত:পর প্রশিক্ষণার্থীগণ প্রশিক্ষকের সাথে সাথে সংখ্যাগুলো গণনা করবেন।
৩। প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণার্থীদের একযোগে সংখ্যাগুলো পড়তে বলবেন।
৪। প্রশিক্ষক একে একে সবাইকে সংখ্যাগুলো বলতে বলবেন।

একাদশ দিন

চতুর্থ অধিবেশন

সময়: ৪:০০-৫:০০

পাঠ: ৮১-১০০ পর্যন্ত সংখ্যা শিখন ও লিখন।

শিখন ফল:

১। ৮১-১০০ পর্যন্ত সংখ্যা গণনা করতে পারবেন।
২। ৮১-১০০ পর্যন্ত সংখ্যা সঠিক প্রবাহে লিখতে পারবেন।

উপকরণ:

ফ্লাশ কার্ড, ফ্লিপ চার্ট, হোয়াইট বোর্ড, মার্কার, ডাস্টার।

শিখন কৌশল:

১। প্রশিক্ষক সঠিক প্রবাহে ৮১-১০০ পর্যন্ত সংখ্যা বোর্ডে লিখে দেবেন।
২। প্রশিক্ষণার্থীগণ প্রশিক্ষকের লেখা অনুকরণ করে খাতায় লিখবেন।
৩। প্রশিক্ষক ঘুরে ঘুরে প্রশিক্ষণার্থীদের লেখা দেখবেন এবং প্রয়োজনে সহযোগিতা করবেন।

দ্বাদশ দিন
প্রথম অধিবেশন
সময়: ৯:০০-১০:৩০

পাঠ: পূর্বের দিনের পাঠের পুনরালোচনা, যতি চিহ্নের ব্যবহার, পঠন ও লিখন

মূলভাব: পঠন ও লিখন দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বর্ণ দিয়ে শব্দ গঠন ও শব্দ দিয়ে বাক্য গঠন, বাক্যে যথাযথ যতিচিহ্ন ব্যবহার এবং চাকমা ভাষায় গল্পের বই পঠন।

শিখন ফল:

১। যতি চিহ্ন পড়তে ও ব্যবহার পারবেন।

২। বর্ণ দিয়ে শব্দ ও শব্দ দিয়ে বাক্য গঠন করতে পারবেন।

৩। পঠন ও লিখন দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য চাকমা গল্পের বই পড়তে ও যে কোন বাক্য সহজেই লিখতে পারবেন।

উপকরণ:

ফ্লাশ কার্ড, ফ্লিপ চার্ট, হোয়াইট বোর্ড, মার্কার, ডাস্টার।

শিখন কৌশল:

১। প্রশিক্ষক যতি চিহ্নগুলি বোর্ডে লিখে দেখাবেন।

২। প্রশিক্ষক কোন যতি চিহ্ন বাক্যের কোথায় বসবে দেখাবেন।

৩। প্রশিক্ষণার্থীগণ প্রশিক্ষকের অনুকরণে নতুন বাক্য লিখে যতি চিহ্ন বসাবেন।

৪। প্রশিক্ষণার্থীগণ প্রমিত উচ্চারণে গল্প বই পড়বেন।

৫। প্রশিক্ষণার্থীগণ ছবির গল্প পড়বেন।

৬। প্রশিক্ষক গল্পের বই থেকে বিভিন্ন অংশ লিখতে দিবেন।

৭। প্রশিক্ষক দ্রুত পঠন হিসেবে বই পড়তে দিবেন।

দ্বাদশ দিন

দ্বিতীয় অধিবেশন

সময়: ১১:০০-১:০০

পাঠ: যতি চিহ্ন ব্যবহার পদ্ধতি, শব্দ ও বাক্য গঠন এবং যথাযথ শব্দচয়ন।

শিখন ফল:

১। বর্ণ, শব্দ ও বাক্য স্বাধীনভাবে পড়তে পারবেন।
২। বর্ণ, শব্দ ও বাক্য যথাযথ নিয়মে লিখতে পারবেন।
৩। শব্দ তৈরি করতে ও খালিঘর পূরণ করতে পারবেন।

উপকরণ:

ফ্লাশ কার্ড, ফ্লিপ চার্ট, হোয়াইট বোর্ড, মার্কার, ডাস্টার।

শিখন কৌশল:

১। প্রশিক্ষক যতি চিহ্ন ছাড়া একটি বাক্য লিখে প্রশিক্ষণার্থীগণকে পড়তে বলবেন।
২। এরপর প্রশিক্ষক বাক্যটিতে যথাযথ যতি চিহ্ন বসিয়ে পড়তে বলবেন।
৩। এভাবে প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণার্থীগণকে খাতায় লিখে অনুশীলন করতে বলবেন।
৪। প্রশিক্ষণার্থীগণ শব্দ মিলাবেন এবং বিভিন্ন খালিঘর পূরণ করবেন।

দ্বাদশ দিন
তৃতীয় অধিবেশন
সময়: ২:০০-৩:৩০

পাঠ: অনুচ্ছেদ শিখন ও লিখন

মূলভাব: বিভিন্ন শব্দাবলী সাজিয়ে কথামালা সাজানোর জন্য প্রয়োজন লেখার দক্ষতা। এই দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য অনুচ্ছেদ লিখন অপরিহার্য।

শিখন ফল:
১। অনুচ্ছেদ লিখন জানতে পারবেন
২। কথা শুনে অনুচ্ছেদ লিখতে পারবেন।
৩। অনুচ্ছেদ লিখনের কৌশল জানতে পারবেন।

উপকরণ:
ফ্লাশ কার্ড, ফ্লিপ চার্ট, হোয়াইট বোর্ড, মার্কার, ডাস্টার।

শিখন কৌশল:
১। প্রশিক্ষক যে কোন একটি বিষয়ে এক এক জনকে এক একটি বাক্য বলতে বলবেন।
২। বাক্যগুলো সমন্বয়ে প্রত্যেককে একটি অনুচ্ছেদ নিজের খাতায় লিখতে বলবেন।
৩। প্রশিক্ষক প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীর লিখা অনুচ্ছেদ দেখবেন এবং ফলাবর্তন দিবেন।

দ্বাদশ দিন

চতুর্থ অধিবেশন

সময়: ৪:০০-৫:০০

পাঠ: শ্রুতি লিপি শিখন ও লিখন

শিখন ফল:

১। শুনে লিখতে পারবেন।

২। দ্রুততর সময়ে লিখতে পারবেন।

উপকরণ:

ফ্লাশ কার্ড, ফ্লিপ চার্ট, হোয়াইট বোর্ড, মার্কার, ডাস্টার।

শিখন কৌশল:

১। প্রশিক্ষক যে কোন একটি অনুচ্ছেদ থেকে এক একটি বাক্য প্রমিত উচ্চারণে তিনবার বলবেন।

২। প্রশিক্ষণার্থীগণ শুনে নির্ভুলভাবে খাতায় লিখবেন।

৩। প্রশিক্ষণার্থীগণ অনুচ্ছেদ লিখে পোস্টার পেপারে উপস্থাপন করবেন।

৪। প্রশিক্ষক খাতায় লিখা অনুচ্ছেদ মূল্যায়ন করবেন।

ত্রয়োদশ দিন

প্রথম অধিবেশন

সময়ঃ ০৯:৩০ থেকে ১০:৩০

পাঠ : এনসিটিবি কর্তৃক চাকমা ভাষায় প্রণীত প্রাক-প্রাথমিকের পাঠ্যপুস্তকের ৭৫ পৃষ্ঠায় চাকমা ৮টি স্বরবর্ণ অবলম্বনে রচিত কবিতা পঠন, পাঠন ও আবৃতিকরণ।

শিখনফল

১। প্রশিক্ষণার্থীগণ স্বরবর্ণের ছড়াটি পড়তে পারবেন।
২। স্বরবর্ণের অক্ষরগুলো চিনতে পারবেন।
৩। কার ও ফলাযুক্ত চাকমা কবিতা আবৃতি করতে পারবেন।

উপকরণ:

প্রাক-প্রাথমিক ও প্রথম শ্রেণির পাঠ্যবই, হোয়াইট বোর্ড ও মার্কার ইত্যাদি। বিকল্প হিসেবে চক ও ব্ল্যাকবোর্ড ব্যবহার করা যাবে।

শিখন কৌশল:

১। প্রশিক্ষক প্রথমে স্বরবর্ণ ভিত্তিক রচিত কবিতা পড়ে শোনাবেন।
২। প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণ ব্যবহার করবেন এবং শ্রেণিকক্ষে পাঠদানের কৌশলগুলো শিখিয়ে দেবেন।
৩। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে স্বরবর্ণগুলো পৃথক পৃথক করে বোর্ডে লিখে দেখাবেন এবং সেগুলোর উচ্চারণ শোনাবেন।
৪। প্রশিক্ষণার্থীদেরকে সম্মিলিতভাবে সাথে সাথে উক্ত কবিতা পড়তে বলবেন।
৫। প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীকে ১/২ টা স্বরবর্ণ লিখতে দিবেন।
৬। প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীকে এনসিটিবি'র প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণির পাঠ্যবইয়ের ৭৫ নং পৃষ্ঠা হতে চাকমা স্বরবর্ণ ভিত্তিক কবিতা পাঠ অনুশীলন করাবেন।
৭। প্রশিক্ষণার্থীগণ রোল প্লের মাধ্যমে কবিতা আবৃতি করবেন।

ত্রয়োদশ দিন

দ্বিতীয় অধিবেশন

সময়ঃ ১১:০০ থেকে ০১:০০

পাঠ: এনসিটিবি কর্তৃক চাকমা ভাষায় প্রণীত প্রাক-প্রাথমিকের পাঠ্যপুস্তকের ৫৬, ৫৭, ৫৮ পৃষ্ঠায় চাকমা ব্যঞ্জনবর্ণ ভিত্তিক রচিত চাকমা ব্যঞ্জনবর্ণের কবিতা পঠন, পাঠন ও আবৃত্তিকরণ।

শিখনফল

১। প্রশিক্ষণার্থীগণ ব্যঞ্জনবর্ণের ছড়া পড়তে পারবেন।
২। ব্যঞ্জনবর্ণের অক্ষরগুলো চিনতে পারবেন।
৩। কার ও ফলাযুক্ত চাকমা কবিতা আবৃতি করতে পারবেন।

উপকরণ:

চাকমা ভাষায় রচিত প্রাক-প্রাথমিক পাঠ্যবই ও শিক্ষক সহায়িকা, হোয়াইট বোর্ড ও মার্কার ইত্যাদি। বিকল্প হিসেবে চক ও ব্ল্যাকবোর্ড ব্যবহার করা যাবে।

শিখন কৌশল:

১। প্রশিক্ষক প্রথমে ব্যঞ্জনবর্ণে রচিত কবিতা পড়ে শোনাবেন। পাঠ্যপুস্তকের ৫৬, ৫৭ ও ৫৮ পৃষ্ঠার কবিতা অনুসরণীয়।
২। প্রশিক্ষক প্রয়োজনীয় উপকরণ ব্যবহার করবেন এবং শ্রেণি কক্ষে পাঠদানের কৌশলগুলো শিখিয়ে দেবেন। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ব্যঞ্জনবর্ণগুলো পৃথক পৃথক করে বোর্ডে লিখে দেখাবেন এবং সেগুলোর উচ্চারণ শোনাবেন।
৩। প্রশিক্ষণার্থীদেরকে সম্মিলিতভাবে তাঁর সাথে সাথে উক্ত কবিতা পড়তে দিবেন।
৪। প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীকে ১ /২ টা ব্যঞ্জনবর্ণ লিখতে দিবেন।
৫। প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীকে এক একজন করে ডেকে এনসিটিবি'র প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণির পাঠ্যবইয়ের ৫৬ থেকে ৫৮ নং পৃষ্ঠার চাকমা ব্যঞ্জনবর্ণভিত্তিক কবিতা পাঠ অনুশীলন করাবেন।
৬। প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণার্থীদের দ্রুত পঠন অনুশীলন করাবেন।

ত্রয়োদশ দিন

তৃতীয় অধিবেশন

সময়ঃ ০২:০০ থেকে ০৩:৩০ মিনিট

পাঠঃ চাকমা নাদা (গণিত সংখ্যামালা) ১ থেকে ১০০ পর্যন্ত শিখন। প্রাক-প্রাথমিক ১০৪ থেকে ১৩৬ পৃষ্ঠা এবং ১ম শ্রেণির প্রাথমিক গণিত বইয়ের ১০,৫৫ ও ৭৫ পৃষ্ঠার আলোকে সংখ্যা পরিচিতি।

শিখনফল

১। প্রশিক্ষণার্থীগণ ১ থেকে ১০০ পর্যন্ত চাকমা ভাষায় সংখ্যাগুলো চিনতে পারবেন।

২। প্রশিক্ষণার্থীগণ সংখ্যাগুলো বলতে পারবেন এবং লিখতে পারবেন।

উপকরণঃ

প্রাক-প্রাথমিক পাঠ্যবই ও প্রাথমিক গণিত, হোয়াইট বোর্ড ও মার্কার। বিকল্প হিসেবে চক ও ব্ল্যাকবোর্ড ব্যবহার করা যাবে।

শিখন কৌশলঃ

১। প্রশিক্ষক প্রথমে ১০ জন প্রশিক্ষণার্থীকে ১ থেকে ১০০ পর্যন্ত চাকমা সংখ্যা উপস্থাপন করতে বলবেন। প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থী ১০ টি করে সংখ্যা উপস্থাপন করবেন। এখানে ১-১০ পর্যন্ত উদাহরণ দেখানো হলো-
𑄷 𑄸 𑄹 𑄺 𑄻 𑄼 𑄽 𑄾 𑄿 𑄷𑄶 𑄷𑄷 𑄷𑄸 𑄷𑄹 𑄷𑄺 𑄷𑄻 𑄷𑄼 𑄷𑄽 𑄷𑄾 𑄷𑄿 𑄸𑄶

২। এরপর প্রাক-প্রাথমিক বইয়ের ১৪৪ নং পৃষ্ঠার এলোমেলোভাবে সাজানো সংখ্যাগুলো অনুসরণ করে ছোট থেকে বড় সংখ্যার দিকে ১০ জন প্রশিক্ষণার্থীদের হোয়াইট বোর্ডে লিখে উপস্থাপন করতে বলবেন। ১ থেকে ১০০ পর্যন্ত সংখ্যার মধ্যে প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থী ১০টি সংখ্যা নিয়ে কাজ করবেন। প্রশিক্ষক প্রাথমিক গণিত বইয়ের ১০, ৫৫ ও ৭৫ নং পৃষ্ঠায় লিখিত সংখ্যাগুলো এবং অন্যান্য সহায়ক উপকরণ অনুসরণ করতে পারেন।

৩। একইভাবে এলোমেলোভাবে সাজিয়ে দিয়ে সংখ্যাগুলো বড় থেকে ছোট সংখ্যার দিকে আরো ১০ জন প্রশিক্ষণার্থীদেরকে উপস্থাপন করতে বলবেন। ১ থেকে ১০০ পর্যন্ত সংখ্যার মধ্যে প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থী ১০টি সংখ্যা নিয়ে কাজ করবেন। প্রশিক্ষক প্রাথমিক গণিত বইয়ের ১০, ৫৫ ও ৭৫ নং পৃষ্ঠায় লিখিত সংখ্যাগুলো এবং অন্যান্য সহায়ক উপকরণ অনুসরণ করতে পারেন।

ত্রয়োদশ দিন

চতুর্থ অধিবেশন

সময়ঃ ০৪:০০ থেকে ০৫:০০

পাঠ : চাকমা ভাষায় রচিত কমপক্ষে ২টি কবিতা পাঠ ও আবৃতিকরণ (প্রাক-প্রাথমিক ও প্রথম শ্রেণির পাঠ্যবই এবং শিক্ষক সহায়িকায় সংকলিত ছড়া ও কবিতাসমূহ)। প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থী কবিতা পাঠ ও আবৃতি করার পাশাপাশি বোর্ডে লিখে অনুশীলন করবেন।

শিখনফল

প্রশিক্ষণার্থীগণ চাকমা ভাষায় সংখ্যা নাদার সংখ্যা'র কবিতা ও পাঠ্যবইয়ের অন্যান্য কবিতা পড়তে পারবেন, বলতে পারবেন লিখতে পারবেন এবং আবৃত্তি করে শোনাতে পারবেন।

উপকরণ:

প্রাক-প্রাথমিক ও প্রথম শ্রেণির পাঠ্যবই, হোয়াইট বোর্ড ও মার্কার ইত্যাদি। বিকল্প হিসেবে চক ও ব্ল্যাকবোর্ড ব্যবহার করা যাবে।

শিখন কৌশল:

১। প্রশিক্ষক প্রথমে প্রশিক্ষণার্থীদেরকে প্রাক-প্রাথমিক পাঠ্যবইয়ের ছড়া ও কবিতা এবং শিক্ষক সহায়িকার ৫৬ থেকে ৫৮ পৃষ্ঠার মধ্যে সংকলিত ছড়াসমূহ পড়ে দেখতে বলবেন।

২। প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীকে পছন্দ অনুসারে ছড়া বা কবিতা নির্বাচন করার জন্য অনুরোধ করবেন। প্রয়োজনে নিজ উদ্যোগে প্রশিক্ষক এসব কবিতা ও ছড়া পর্যাপ্ত ফটোকপি করে রাখবেন এবং প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে বিতরণ করবেন।

৩। প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীকে নিজ নিজ নির্বাচিত কবিতা বা ছড়া পাঠ করে শোনাতে বলবেন। পাঠ করে শোনানোর পর প্রত্যেককে বোর্ডে তা লিখে দেখানোর অনুরোধ করবেন।

চতুর্দশ দিন

প্রথম অধিবেশন

সময়ঃ ০৯:৩০ থেকে ১০:৩০

পাঠ : স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি।

শিখনফল

ছবি দেখে গল্প বলতে পারবেন, শিশুর শব্দ ভান্ডার বৃদ্ধি করার কৌশল জানতে পারবেন, ছবির গল্প দিয়ে শিক্ষা দানের কৌশল জানতে পাবেন।

উপকরণ:

এনসিটিবি কর্তৃক প্রকাশিত ফ্লিপ চার্ট ও প্রাক-প্রাথমিক পাঠ্যপুস্তক, হোয়াইট বোর্ড ও মার্কার, সাদা ফ্লিপচার্ট ও ফ্লিপচার্ট-স্ট্যান্ড, পুশপিন বোর্ড, পুশপিন, চক, ডাস্টার, সাইন পেন, পয়েন্টার/নির্দেশক কাঠি, পোস্টার পেপার, ল্যাপটপ।

শিখন কৌশল:

১। প্রশিক্ষক প্রথমে প্রশিক্ষণার্থীদেরকে প্রাক-প্রাথমিক পাঠ্যবইয়ের ৮৮ থেকে ৯১ পৃষ্ঠায় প্রদর্শিত ছবিগুলো খুলতে বলবেন।

২। এরপর প্রশিক্ষণার্থীদেরকে ৪টি দলে বিভাজন করবেন। প্রত্যেক দলকে একটি পাতার ছবি ভালো করে দেখার জন্য অনুরোধ করবেন। এরপর সেগুলো তারা কিভাবে গল্প বা খেলার আকারে উপস্থাপন করবেন তা নির্ধারণ করতে বলবেন। (এ ক্ষেত্রে ৮৮ নং পৃষ্ঠার ছবিগুলো দিয়ে একটি গল্প, ৮৯ নং পৃষ্ঠার ছবিগুলো দিয়ে একটি নাটিকা, ৯০ নং পৃষ্ঠার ছবিগুলো দিয়ে একটি ছড়া বা গান এবং ৯১ নং পৃষ্ঠার ছবিগুলো দিয়ে একটি খেলা পরিচালনা করা যেতে পারে। প্রশিক্ষণার্থীরা সিদ্ধান্ত নিতে না পারলে প্রশিক্ষক তাদেরকে সহযোগিতা করতে পারেন)।

৩। প্রত্যেক দলকে তাদের নিজ দলে উপস্থাপনা প্রদর্শন করার জন্য আহ্বান করবেন।

৪। দলগত উপস্থাপন শেষে প্রশিক্ষণার্থীদেরকে প্রতিটি দলের উপস্থাপন থেকে বইয়ের সংশ্লিষ্ট পৃষ্ঠার ছবিগুলোর সামঞ্জস্যতা সম্পর্কে আলোচনা করতে বলবেন। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সংশোধন করে দিবেন।

চতুর্দশ দিন

দ্বিতীয় অধিবেশন

সময়ঃ ১১:০০ থেকে ০১:০০

পাঠ : চাকমা ভাষায় গল্প পাঠ।

শিখনফল

১। চাকমা গল্পের বই ও শিক্ষক সহায়িকার গল্পের তালিকা থেকে গল্প পড়া শিখবেন
২। চাকমা মাতৃভাষায় লেখা গল্পের বই ও শিক্ষক সহায়িকায় সংকলিত গল্পগুলো সাবলিলভাবে পড়তে পারবেন।
৩। প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে যাতে জড়তা না থাকে প্রশিক্ষক সে বিষয়ে সচেষ্ট হবেন।

উপকরণ:

প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণির জন্য প্রণীত গল্পের বইয়ের প্যাকেজ এবং শিক্ষক সহায়িকার গল্পের তালিকা, হোয়াইট বোর্ড ও মার্কার ইত্যাদি। প্রয়োজনে চক ও ব্ল্যাকবোর্ড ব্যবহার করা যাবে।

শিখন কৌশল:

১। প্রশিক্ষক প্রথমে প্রশিক্ষণার্থীদেরকে প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণির শিক্ষকদের জন্য প্রণীত শিক্ষক সহায়িকার ৭৩, ৭৪, ৭৫, ৭৬, ৭৭ ও ৮০, ৮১, ৮২, ৮৩ ও ৮৪ পৃষ্ঠায় সংকলিত ছয়টি গল্প এবং চাকমা ভাষায় লেখা ১০টি গল্পের বই প্যাকেজের গল্পগুলো নিজে নিজে দেখে পড়তে বলবেন।
২। প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীকে ১ টি করে গল্প পছন্দ করার জন্য অনুরোধ করবেন।
৩। প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীকে নিজ নিজ নির্বাচিত গল্প দেখে দেখে পড়ার জন্য আহ্বান করবেন।
৪। গল্প পাঠ শেষে গল্প পাঠের সাবলিলতা অর্জনে প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীকে ফীডব্যাক প্রদান করবেন। কোন শব্দ বা বাক্য উচ্চারণে ত্রুটি দেখা দিলে বোর্ডে তা লিখে অন্যান্য প্রশিক্ষণার্থীদের মাধ্যমে সঠিক উচ্চারণ করাবেন। প্রয়োজন হলে প্রশিক্ষক নিজেই প্রমীত উচ্চারণ উপস্থাপন করবেন।

চতুর্দশ দিন

তৃতীয় অধিবেশন

সময়ঃ ০২:০০ থেকে ০২:৪৫

পাঠ : শিশুবান্ধব খেলা (স্মৃতির খেলা)।

শিখনফল: খেলাধুলার মাধ্যমে শিশুদের শারীরিক, মানসিক ও সৃজনীশলতার বিকাশ ঘটানোর গুরুত্বের বিষয়ে প্রশিক্ষণার্থীরা সচেতন হবেন।

উপকরণ:

বিচি, কাঠি, পাথর, ব্লক, পুতুল ও ছবি।

শিখন কৌশল:

১। প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণার্থীদেরকে একে অপরের হাত ধরে গোলাকারে বসার জন্য আহ্বান জানাবেন।
২। প্রশিক্ষক সেই গোলাকারের মাঝখানে ৪/৫ টি উপকরণ রেখে প্রশিক্ষণার্থীদেরকে ভালভাবে দেখতে বলবেন।
৩। সবাইকে চোখ বন্ধ করতে বলবেন অথবা সবাইকে পিছনে ফিরে থাকতে বলবেন।
৪। প্রশিক্ষক এবার দ্রুত উপকরণগুলো দু'একটা জায়গা বদল করে সাজাবেন অথবা দু'একটা ওখান থেকে সরিয়ে ফেলবেন।
৫। প্রশিক্ষণার্থীদেরকে আবারও সাজানো জিনিসগুলোর দিকে তাকাতে বলবেন এবং জানতে চাইবেন, সেখান থেকে কোন জিনিস সরানো হয়েছে কিনা? অথবা, আগে যেভাবে ছিল সেভাবে আছে কিনা?
৬। জিনিসগুলো আগের স্থানে রেখে প্রশিক্ষণার্থীদেরকে স্মরণ করে দেখতে বলুন, জিনিসগুলো আগের মতোই সাজানো হয়েছে কিনা।

প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্য থেকে আগ্রহী একজন খেলাটি পরিচালনা করতে পারেন। প্রশিক্ষণার্থীদের সাবলিলতা আনয়নের জন্য খেলাটি কয়েকজনকে দিয়ে কমপক্ষে ৫ রাউন্ড পরিচালনা করা যেতে পারে। প্রতি রাউন্ড পৃথক পৃথকভাবে একজন বা দুইজন প্রশিক্ষণার্থীকে দিয়ে পরিচালনা করার চেষ্টা করুন।

চতুর্দশ দিন
চতুর্থ অধিবেশন
সময়ঃ ০২:৪৫ থেকে ০৩:৩০

পাঠ: শিশুবান্ধব খেলা (রুমাল খোঁজা)।

শিখনফল: খেলাধুলার মাধ্যমে শিশুদের শারীরিক, মানসিক ও সৃজনীশলতার বিকাশ ঘটানোর গুরুত্বের বিষয়ে প্রশিক্ষণার্থীরা সচেতন হবেন।

উপকরণ:
রুমাল।

শিখন কৌশল:

১। প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণার্থীদেরকে হাত ধরে গোলাকারে বসতে বলবেন।
২। প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণার্থীদের একজনকে একটি রুমাল দিয়ে বলবেন, গোলের চারিদিকে রুমাল হাতে নিয়ে দৌড়ানোর জন্য এবং যার পেছনে খুশি চুপিসারে হঠাৎ করে ফেলে দেওয়ার জন্য।
৩। প্রশিক্ষণার্থী টের পাওয়ার আগে দৌড়ে খালি জায়গায় গিয়ে বসবেন। যার পেছনে রুমাল রাখা হয়েছে তিনি টের না পেলে প্রথম প্রতিযোগী ঘুরে এসে ঐ প্রতিযোগীর মাথা ছুঁয়ে দেবেন। যার মাথা ছুঁয়ে দেয়া হলো, সেই প্রতিযোগী তার পিছনে রক্ষিত রুমালটিকে নিয়ে গোলের চারিদিকে একইভাবে ঘুরে খেলাটি খেলবেন।
৪। এইভাবে প্রশিক্ষক খেলা পরিচালনা করবেন এবং সব প্রতিযোগী পর্যায়ক্রমে রুমাল খেলায় অংশগ্রহণ করবেন।

[প্রশিক্ষকের সেশন পরিকল্পনা অনুসারে অন্যান্য খেলার বিষয়ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সংযুক্ত করা যেতে পারে]

চতুর্দশ দিন

পঞ্চম অধিবেশন

সময়ঃ ০৪:০০ থেকে ০৫:০০

পাঠ : ছবি থেকে গল্প, অভিজ্ঞতার গল্প, পশুপাখির ডাক ও প্রাকৃতিক শব্দ, ধারাবাহিক গল্প বলা, ইচ্ছেমত আঁকা

শিখনফল:

নানা কার্যক্রম, ধারাবাহিক গল্প বলা, পশুপাখির ডাক, প্রাকৃতিক নানা শব্দ চিহ্নিত করতে প্রশিক্ষণার্থীরা হবেন এবং শিশুদের শারীরিক, মানসিক ও সৃজনশীল ক্ষমতার বিকাশে এই দক্ষতা কাজে লাগাতে সক্ষম হবেন।

উপকরণ:

প্রাক-প্রাথমিক পাঠ্যবই, শিক্ষক সহায়িকা, বোর্ড, মার্কার পেন, ব্ল্যাক বোর্ড, চক, সাদা কাগজ, কাঠ পেন্সিল, রঙ পেন্সিল, বলপেন প্রভৃতি।

শিখন কৌশল:

১। প্রশিক্ষক প্রথমে ৬ জন উৎসাহী প্রশিক্ষণার্থীকে তাঁর কাছে ডাকবেন। তাঁদেরকে প্রাক-প্রাথমিক পাঠ্যবইয়ের ১৮ থেকে ২০ নং পৃষ্ঠার ৬টি ছবি ভালো করে দেখতে বলবেন। প্রত্যেককে একটি করে ছবি বেছে নিতে বলবেন। এরপর ১ নং ছবি থেকে ধারাবাহিকভাবে ছবি দেখে দেখে নিজের মনের মতো করে গল্প বলতে বলবেন। প্রথম জনের গল্পের সাথে সামঞ্জস্য রেখে দ্বিতীয় জন, তার সাথে সামঞ্জস্য রেখে তৃতীয় জন এভাবে সর্বশেষ প্রশিক্ষণার্থী গল্পের ইতি টানবেন।

২। অনুরূপভাবে অন্য ৮ জন প্রশিক্ষণার্থীকে নিয়ে প্রাক-প্রাথমিক পাঠ্যবইয়ের ২১ থেকে ২৪ নং পৃষ্ঠার মোট ৮টি ছবি দিয়ে ধারাবাহিক গল্প সাজিয়ে বলতে বলবেন।

৩। এরপর প্রশিক্ষক নিজে অথবা একজন প্রশিক্ষণার্থীকে দিয়ে একটি গল্প বলাতে পারেন, যেখানে বিভিন্ন পশু পাখির নাম থাকবে। প্রশিক্ষণার্থীদেরকে নির্দেশনা দেয়া হবে, যখন কোন পাখির নাম উচ্চারিত হয় তখন সবাই দু'হাত তুলে ওড়ার ভান করবেন এবং সেই পাখির মতো করে ডাকবেন। যখন গল্পকথক কোন প্রাণির নাম বলবেন, তখন সেই প্রাণির ভঙ্গি করে ডেকে উঠতে হবে সবাইকে। এভাবে কয়েকজন প্রশিক্ষণার্থীকে দিয়ে এই গল্পবলার আসর পরিচালনা করতে হবে।

৪। এরপর প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণার্থীদেরকে শিক্ষক সহায়িকার গল্পগুলো নিজে নিজে পড়তে বলবেন। প্রত্যেক প্রতিযোগিকে নিজের পড়া গল্প ছবির মাধ্যমে উপস্থাপন করতে বলবেন। শিক্ষক সহায়িকার ৭৩ থেকে ৮৪ পৃষ্ঠার মধ্যে সংকলিত চাকমা ভাষার গল্পগুলো এ ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যায়। বিকল্প হিসেবে নিজের অভিজ্ঞতা থেকে গল্প তৈরি করে সেগুলোও প্রশিক্ষণার্থীরা ছবি আঁকার মাধ্যমে প্রকাশ করতে পারেন।

পঞ্চদশ দিন

প্রথম অধিবেশন

সময়: ০৯:০০ থেকে ১০:৩০

পাঠ : কবিতা উপস্থাপনের মাধ্যমে সাবলিলতা মূল্যায়ন

শিখনফল:

প্রশিক্ষণার্থীগণ নিজ নিজ মাতৃভাষায় লেখা কবিতা প্রমীত উচ্চারণে সাবলিলভাবে উপস্থাপনে সক্ষম হয়েছেন, তা জানতে পারবেন।

উপকরণ:

প্রাক-প্রাথমিক ও প্রথম শ্রেণির পাঠ্যবই।

শিখন কৌশল:

১। প্রশিক্ষক প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীকে নির্দিষ্ট কোনো ছড়া বা কবিতা সরবরাহ করবেন।

২। প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থী নির্দিষ্ট কবিতা বা ছড়ার নির্ধারিত অংশ (সর্বোচ্চ ১০ লাইনের) সবার সামনে উপস্থাপন করবেন।

৩। প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীর কবিতা উপস্থাপন পর্যবেক্ষণ করে প্রশিক্ষক নির্ধারিত সূচকে মূল্যায়ন নম্বর প্রদান করবেন।

৪। প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীকে সর্বোচ্চ ১০ নম্বর দিয়ে মূল্যায়ন করতে হবে। মূল্যায়ন সূচকের মধ্যে থাকতে পারে- প্রমীত উচ্চারণ, সাবলিল পাঠ, স্পষ্ট স্বর, অভিব্যক্তি ইত্যাদি। প্রতিটি সূচকে ২.৫ নম্বর করে বরাদ্দ করা যায়।

পঞ্চদশ দিন

দ্বিতীয় অধিবেশন

সময়: ১১:০০ থেকে ০১:০০

পাঠ: প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণে অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতা শ্রেণিতে প্রয়োগের সক্ষমতা মূল্যায়ন।

শিখনফল

প্রশিক্ষণার্থীগণ নিজ নিজ মাতৃভাষায় লেখা ও পড়ায় কতোটুকু সাবলিলতা অর্জন করেছেন, তা জানা যাবে।

উপকরণ:

প্রাক-প্রাথমিক পাঠ্যবই ও শিক্ষক সহায়িকা, প্রাথমিক শ্রেণির পাঠ্যবই, মূল্যায়ন শীট ।

শিখন কৌশল:

১। প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণার্থীদেরকে একে একে প্রাক-প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তক, শিক্ষক সহায়িকা ও প্রথম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকের যে কোন স্থান হতে তাৎক্ষণিকভাবে পড়ার জন্য প্রস্তুত থাকতে বলবেন।

২। প্রশিক্ষক এবার প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীকে একে একে ডেকে অনির্ধারিতভাবে পাঠ্যবইয়ের যে কোনো পাঠের ৪-৫ লাইন পড়তে দেবেন।

৩। প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীর পড়ার কাজ পর্যবেক্ষণ করে প্রশিক্ষক নির্ধারিত সূচকে মূল্যায়ন নম্বর প্রদান করবেন।

৪। প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীকে সর্বোচ্চ ২০ নম্বর দিয়ে মূল্যায়ন করা হবে। মূল্যায়ন সূচকের মধ্যে থাকতে পারে- প্রমীত উচ্চারণ, সাবলিল পাঠ, স্পষ্ট স্বর, অভিব্যক্তি ইত্যাদি। প্রতিটি সূচকে ৫ নম্বর করে বরাদ্দ করা যায়।

৫। সকল প্রশিক্ষণার্থীকে পোস্ট টেস্টে অংশগ্রহণের জন্য প্রশিক্ষক নির্ধারিত মূল্যায়ন শীট বিতরণ করবেন। মূল্যায়ন শীটে মোট ৭০ নম্বরের প্রশ্ন থাকবে। ধ্বনি, বর্ণ, শব্দ, বাক্য, ছড়া ইত্যাদি এই মূল্যায়ন শীটে অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

[নমুনা]

মূল্যায়ন শীট

মোট নম্বর: ৭০

সময়: ১ ঘণ্টা

১। আপনার মাতৃভাষায় বর্ণ কয়টি লিখুন? স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ পৃথকভাবে লিখুন। (১০+১০ = ২০)

২। আপনার মাতৃভাষার বর্ণমালার প্রথম ৫টি বর্ণ দিয়ে ২টি করে শব্দ তৈরি করুন। (১০×২ = ২০)

৩। আপনার মাতৃভাষার নিজস্ব বর্ণে ১ থেকে ১০ পর্যন্ত কথায় লিখুন। (১০×১ = ১০)

৪। আপনার নিজের মাতৃভাষায় নিচের শব্দগুলোর শব্দার্থসহ বাক্য গঠন করুন: (৫×৪ = ২০)

ঘর, জুম, আম, হাঁস, ফুল।

পঞ্চদশ দিন
তৃতীয় অধিবেশন
সময়: ০২:০০ থেকে ০৩:৩০ মিনিট

পাঠ: প্রশিক্ষণের দুর্বল দিকসমূহ ও সেগুলো সমাধানের উপায় চিহ্নিতকরণ

শিখনফল

প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্পর্কে প্রশিক্ষণার্থীগণের মতামত জানাসহ ভবিষ্যতে অনুরূপ প্রশিক্ষণ আয়োজনের ক্ষেত্রে দিকনির্দেশনা পাওয়া যাবে।

উপকরণ:

মূল্যায়ন ফরম।

শিখন কৌশল:

১। প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণার্থীদেরকে উন্মুক্তভাবে প্রশিক্ষণের দুর্বল দিকসমূহ নিয়ে আলোচনা করতে বলবেন এবং এসব দুর্বল দিক সমাধানের উপায়গুলো সম্পর্কে পরামর্শ প্রদানের জন্য আহ্বান জানাবেন।
২। আলোচনার সুবিধার্থে তিনটি দুর্বল দিক এবং সেসব দুর্বল দিকসমূহের সমাধান বা উত্তরণের উপায়গুলো নিয়ে আলোচনার জন্য আহ্বান জানাবেন।
৩। পূর্বের প্রশিক্ষণার্থীর আলোচনায় উঠে আসা বিষয়গুলো পুনরাবৃত্তি না করার জন্য প্রশিক্ষণার্থীদেরকে অনুরোধ জানাবেন।
৪। উন্মুক্ত আলোচনা শেষে প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ মূল্যায়নের জন্য একটি ফরম সরবরাহ করবেন। প্রশিক্ষণ মূল্যায়নের ক্ষেত্রে ৫টি সূচক ধরে মূল্যায়ন করলে ভালো হয়। সূচকগুলো হতে পারে- ১ খুবই ভালো, ২ ভালো, ৩ মোটামুটি, ৪ ভালো না, ৫ মোটেই ভালো না।

প্রশিক্ষণ মূল্যায়নের ফরম

টিক চিহ্ন দিন (১ খুবই ভালো, ২ ভালো, ৩ মোটামুটি, ৪ ভালো না, ৫ মোটেই ভালো না)

মূল্যায়ন সূচক	১	২	৩	৪	৫
১। বর্ণ, শব্দ, বাক্য পড়ানোর কৌশল					
২। বর্ণ, শব্দ, বাক্য লেখানোর কৌশল					
৩। প্রতিটি সেশনের জন্য সময় নির্ধারণ					
৪। উপকরণ ব্যবহার					
৫। প্রশিক্ষকের জ্ঞান ও দক্ষতা					
৬। পাঠ্যপুস্তকের সাথে সামঞ্জস্যতা					
৭। সামগ্রিক উপস্থাপন কৌশল					
৮। প্রশিক্ষণের সার্বিক মূল্যায়ন					

প্রশিক্ষণের সার্বিক বিষয়ে কোন মন্তব্য থাকলে নিম্নের ঘরে উল্লেখ করুন-

UNESCO
United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization

With the Support of
Participation
Programme

BANGLADESH NATIONAL COMMISSION FOR UNESCO

Zabarang

ISBN : 984-70270-0041-7